NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ কেবল ভারত নয়, জি-২০তে বড় লাভ বাংলাদেশেরও

স্নাতকে ভর্তির সময়সীমা বাড়ল ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩

কলকাতা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২৫ ভাদ্র ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৯৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 12.9.2023, Vol.17, Issue No. 93, 8 Pages, Price 3.00

মহকুমা হচ্ছে ধূপগুড়ি

প্রতিশ্রুতি অভিষেকের, পূরণ করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী চমক নয়। তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের আগে যে প্রতিশ্রুতি দেয় ভোট বৈতরণী পার করার পরেও সেকথা ভোলে না, তার প্রমাণ বহুবার পেয়েছে বাংলা। এবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পূরণ করার কথা ঘোষণা করলেন দলনেত্রী। সোমবার বিকালে নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করে দিলেন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পৃথক মহকুমা হচ্ছেই। তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হচ্ছে এদিন থেকেই।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ধূপগুড়ি ও বানারহাটের কিছু অংশ নিয়ে তৈরি হচ্ছে ধূপগুড়ি মহকুমা। বিদেশ থেকে ফিরে এই বিষয়ে বাকি যা করার, তা তিনি করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার স্পেন ও দুবাই সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই ধূপগুড়ি মহকুমা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। উল্লেখ্য, ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী হয়ে প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে এসেছিলেন চলতি বছরে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধূপগুড়ি মহকুমা হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেই কথাকেই মান্যতা দিয়ে জানিয়ে দিলেন, সেই ঘোষণা মতো কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই ধূপগুড়িবাসী মহকুমা নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন ধূপগুড়িকে মহকুমা হিসাবে ঘোষণা করার জন্য। কিন্তু বাম জমানায় তা পূরণ হয়নি। আন্দোলনকারীদের দাবি, নাগরাকাটা, বানারহাট, ধূপগুড়ি ব্লক এবং ধূপগুড়ি পুরসভা এলাকা নিয়ে নতুন মহকুমা গঠন করা হোক। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ধূপগুড়িতে প্রার্থী করেছিল মিতালি রায়কে। সেই নির্বাচনে মিতালির হয়ে ভোট প্রচারে এসে মহকুমা নিয়ে আশার কথা শুনিয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, ধূপগুড়িকে মহকুমা করার কাজ চলছে। কিন্তু, বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী পরাজয়ের পর মহকুমা করার কাজে কিছুটা ভাটা পড়ে যায়। কিন্তু এবারের উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে অভিষেক জানিয়ে দেন চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই ধূপগুড়ি মহকুমা হচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেই ঘোষণাকেই সরকারি মান্যতা দিলেন।

অভিষেককে ইডির তলব, প্রতিহিংসার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডির তলব প্রসঙ্গে ফের একবার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে মমতা বলেন, 'এটা একেবারেই প্রতিহিংসার রাজনীতি। আমাদের অনুরোধ, দেখুন রাজনৈতিকভাবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে। গণতন্ত্রে কোনও কোনও দলের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকে। কারও সঙ্গে থাকে না। কিন্তু সেখানেও একটা সীমা থাকে। সেই সীমা মেনে এমন কিছু করা উচিত নয় যে তার জন্য পরে অন্য কিছু হতে পারে। আজ একটা সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। আজ আপনারা যদি এমন করেন তাহলে কাল অন্য একটি সরকার এলে তারাও একই জিনিস করবে। আমরা মনে হয় এসব করা ঠিক নয়।'

বহু অভিযোগ থাকলেও কারও বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন না। একথা মনে করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার কাছে বহু তথ্য রয়েছে। ৩৪ বছর সিপিএম ক্ষমতায় ছিল। আমি তাদের মুখ্যমন্ত্রী-সহ কাউকেই তো ছুঁইনি। এটাই হল লোকতন্ত্রের সৌজন্য। অভিষেককে ওরা যত ভাবে বিব্রত করা যায় তা করছে। ওকে কখনও লোয়ার কোর্টে যেতে হয়, কখনও আপার কোর্টে যেতে হচ্ছে। কখনও হাইকোর্টে যেতে হচ্ছে। কখনও আবার সুপ্রিম কোর্টে যেতে হচ্ছে ন্যায় বিচার চাইতে। কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই, অহেতুক হেনস্থা করা হচ্ছে। ওর বিরুদ্ধে কী না করা হয়েছে! আর আজকের যুবসমাজকে মেনে নিতে পারে না। ওরা যুব প্রজন্মকে ডিসটার্ব করতে চায়। এই জন্যই ওরা এটা করছে। কিন্তু যুব প্রজন্ম এটা মেনে নেবে না। ওরা লড়াই করবে। প্রতিহিংসার জন্য কিছু করা উচিত নয়। কারণ আগামিদিনে তা বুমেরাং হতে পারে।'

বাংলার আইএএস, আইপিএসদের একাংশ পক্ষপাতদুষ্ট: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার কোনও কোনও আইএএস ও আইপিএস পক্ষপাতদুষ্ট। সোমবার এমন অভিযোগ করলেন রাজ্যপাল।

বাংলার সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নানা বিষয়ে একের পর এক পদক্ষেপ নিতে দেখা গিয়েছে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে স্পষ্ট বার্তাও দিয়েছেন, তিনি শুধু রাজভবনের ভিতরে বসে নয়, গ্রাউন্ড জিরোয় পৌঁছে গিয়ে বাংলার জন্য, বাংলার মানুষের জন্য কাজ করতে চান তিনি। এদিকে তাঁর এই ভূমিকায় সমালোচনায় বিদ্ধ করেছে রাজ্যের শাসক দল। এদিকে এই মুহূর্তে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে নবান্নের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত চরমে। এমনই এক প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল বোস সোমবার এও জানান, বাংলার কোনও কোনও আইএএস ও আইপিএস পক্ষপাতদুষ্ট।

যদিও রাজ্যপাল পাশাপাশি এও জানান যে,তাঁর এই ধারনা কেবল একাংশের আমলা ও পুলিশকর্তাদের বিষয়েই। সব আইএএস, আইপিএস যে পক্ষপাতিত্ব করেন না, সে কথাও জানান রাজ্যপাল বোস। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলার সাংবিধানিক প্রধান বললেন, তিনি এ রাজ্যে কাজ করতে পেরে ভীষণ খুশি। এরপরই বাংলার আইএএস ও আইপিএসদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যপাল রাখঢাক না করেই জানান, 'কেউ কেউ পক্ষপাতদুষ্ট, সকলে নয়।'

উল্লেখ্য, রাজ্যের আমলা ও পুলিশকর্তাদের একাংশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের আগেও বিভিন্ন সময়ে উঠেছে। অবশ্য, সেই অভিযোগ ছিল রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তরফে। তবে এবার খোদ বাংলার সাংবিধানিক প্রধানের মুখেও একই ধরনের কথা শোনা গেল। বাংলার সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপাল বোসের এই ভূমিকা মোটেই ভাল চোখে দেখছে না রাজ্যের শাসক শিবির। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'রাজ্যপাল বিজেপির এজেন্টের মত আচরণ করছেন। এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছেন।'

রাজ্য মন্ত্রিসভায় ছোটখাটো রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব ঘোষণা মত রাজ্য মন্ত্রিসভায় ছোটখাটো রদবদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এই রদবদলে মন্ত্রিসভায় নতুন কোনও মুখ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কাউকে সরানোও হয়নি। শুধুমাত্র কয়েকজন মন্ত্রীর দপ্তর অদলবদল করা হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন কে পর্যটন দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বন দপ্তরের পাশাপাশি শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এতদিন পর্যটন দপ্তরের দায়িত্বে থাকা বাবুল সুপ্রিয় কে তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন দপ্তরের পাশাপাশি অচিরাচরিত শক্তি দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর দায়িত্বে থাকা প্রদীপ মজুমদারকে সমবায় দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সমবায় দপ্তরের দায়িত্বে থাকা অরূপ রায় কে সেই দপ্তর থেকে সরিয়ে দিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী গোলাম রাব্বানীকে পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রবিবার রাতে এই সংক্রান্ত ফাইলে সই করেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

রাজ্যে শিল্পে লগ্নি আনার লক্ষ্যে

এগারো দিনের বিদেশ সফরে আজ রওনা হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আগে রাজ্যে শিল্পে লগ্নি আনার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগারো দিনের বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। আজ রওনা হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক, দুই নয় পাঁচ-পাঁচটা বছর পর বিদেশ সফরে যাচ্ছেন তিনি। এই বিদেশ সফরে মুখ্যমন্ত্রীর একমাত্র লক্ষ্য রাজ্যে বিনিয়োগ। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন নিজের বিস্তারিত সফরসূচি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন পাঁচদিনের জন্য দুবাই ও স্পেনে থাকবেন। দীর্ঘ পাঁচবছর বিদেশ থেকে একাধিক আমন্ত্রণপত্র এলেও অনুমতি না পাওয়ার বিষয়টি নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মঙ্গলবার ভোরে আমরা রওনা দেব। সেদিন আমাদের দুবাইতে থাকতে হবে। কারণ সেখান থেকে স্পেনে যাওয়ার মতো কোনও বিমান নেই। বুধবার মাদ্রিদ পৌঁছনোর কথা। বেশ কিছু শিল্প সম্মেলন রয়েছে। মাদ্রিদে তিনদিন থাকব। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে করে বার্সেলোনা যাব। সেখানে দু-তিনদিনের বেশ কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা হবে। সেখান থেকে আমরা দুবাইতে ফিরে আসব। দুবাইতেও শিল্প সম্মেলন রয়েছে। দেড় দিন দুবাইতে থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর আমার এখানে ফিরে আসব।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'এই ক'দিন আমি থাকছি না। বর্ষার মরশুম চলছে, সেই কারণে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হবে। আমার সঙ্গে মুখ্যসচিবও যাবেন। সেই কারণে আমি আজ মিটিং করে সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিয়েছি। এই ক'দিন সব দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রসচিবের উপর থাকবে। বাকি সবাই রয়েছেন। সবাই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে। ফুটবল কর্তাদের সঙ্গেও কথা হতে পারে। তবে এখনই সবটা বলছি না। তাহলে চমকের কী থাকবে!'

অতীতে একাধিকবার আমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিদেশ মন্ত্রক। সাউথ ব্লক থেকে অনুমতি দেওয়া হয়নি মমতাকে। সেই নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পাঁচবছর পর বিদেশ যাচ্ছি। কারণ আমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও এতদিন আমরা অনুমতি পাইনি। এখনও অনেক আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু আমি বেশি দূরে যেতে চাই না, যাতে কোনও প্রয়োজনে ফিরে আসতে পারি। স্পেন এবার আন্তর্জাতিক বইমেলায় আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে। বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটেও ওরা অংশগ্রহণ করবে বলে আমাদের আশা।'

লা লিগার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ফুটবলের উন্নতিকল্পে স্পেনের বিশ্বখ্যাত ফুটবল লিগ লা লিগার সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটি সমঝোতা চুক্তি সাক্ষরিত হতে পারে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় আজ স্পেন সফরে যাচ্ছেন। সেখানে পৌঁছে আগামী বৃহস্পতিবার তিনি লা লিগার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার তেভাজের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে লিগার এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে। ওই বৈঠকে কলকাতার তিন প্রধান ফুটবল ক্লাব ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তারাও উপস্থিত থাকবেন। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও বৈঠকে থাকবেন। বিশেষত ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতেই সৌরভ লন্ডন থেকে মাদ্রিদে আসবেন। জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীরও উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু, সম্প্রতি তিনি পুত্রসন্তানের বাবা হওয়ায় সফরে অংশ নিতে পারছেন না।

স্পেন যাত্রার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে চিন্তায় ফেলতে নারাজ রাজ্যপাল

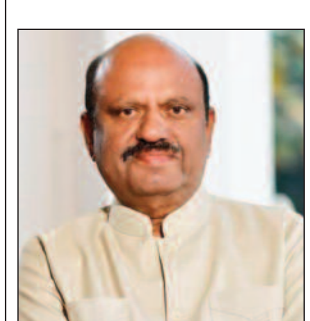

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে যে ভাবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিদ্ধ করা হচ্ছিল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে তারই প্রেক্ষিতে তিনি জানিয়েছিলেন, শনিবার মধ্যরাতে তিনি পদক্ষেপ করবেন। কথার নড়চড় হয়নি। এরপরই দু-দুটি চিঠি রাজভবন থেকে পাঠানো হয়। একটির ঠিকানা নবান্ন এবং অপরটি দিল্লি। দিল্লিতে কার উদ্দেশ্যে এই চিঠি গিয়েছে তা নিয়েও ছিল ধোঁয়াশা। তবে পরে জানা যায়, চিঠি পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যেই। চিঠিতে কী রয়েছে তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কিছুই ধারনা দেননি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিকে, খামবন্দি সেই চিঠিতে ঠিক কী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন রাজ্যপাল তা নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয় জল্পনা। কানাঘুষো জল্পনা চলতেই থাকে দিল্লিকেই বা কী জানালেন তিনি তা নিয়েও। সে বিষয়টিও স্পষ্ট করেননি। তবে সোমবার সাংবাদিকদের সামনে চিঠির বিষয়বস্তু আরও রহস্য বাড়ালেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন, 'গোপন কথা গোপনই থাকুক।'

একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ সফরের আগে তাঁকে চিন্তার মধ্যে ফেলতে চান না। তাঁর ফেরার পর এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীকে 'চিন্তার' মধ্যে না ফেলতে চাইলেও তাঁকে খানিকটা খোঁচা মেরেই সাংবিধানিক প্রধান জানিয়েছেন, তিনি চিঠি পাঠিয়েছিলেন কারণ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর কিছু জানার ছিল। সঙ্গে এও বলেন, এখন এই চিঠির বিষয়ে তিনি আলোচনা চান না। কারণ মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত বিদেশ যাত্রার জন্য। তাই লাগেজের পাশাপাশি অতিরিক্ত আর কোনও বাড়তি বোঝা তিনি চাপিয়ে দিতে চান না।

প্রসঙ্গত, আজ স্পেন সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় বিনিয়োগ টানতেই সেখানে যাচ্ছেন তিনি। রাজ্যপালের কথা অনুযায়ী, বিদেশ সফরের আগে 'রহস্যময়' এই চিঠির প্রসঙ্গে আলোচনা হলে চিন্তায় পড়তে হতে পারে তাঁকে সেই কারণেই তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। এদিকে উপাচার্য নিয়োগ ইস্যুতে বারবরই বাগযুদ্ধে জড়াতে দেখা গিয়েছে রাজ্যপাল বোস এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যকে। গত ৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সিভি আনন্দ বোসের কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা করে তাঁকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর পাল্টা উত্তর দেয় রাজভবন। টুইটে লেখা হয়, 'কী হয় তা দেখার জন্য মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

মধ্যরাতের চিঠি নিয়ে মুখ খুললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার তিনি বিদেশে যাচ্ছেন বলে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। সেই শুভেচ্ছা ওই 'গোপনীয়' চিঠিতে না কি আলাদা, তা অবশ্য প্রকাশ করেননি মমতা। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে গোপনীয় চিঠির বিষয় নিয়ে কিছুটা আলো পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু মমতা সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে মমতা বলেন, 'ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে আমি প্রকাশ্যে বলতে পারি না। এটা গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত। এর সঙ্গে সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই।' একই সঙ্গে মমতা বলেন, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, তাই উনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' প্রসঙ্গত, নবান্নের পাশাপাশি দিল্লিতেও রাজ্যপাল বোস যে চিঠি পাঠিয়েছেন তার বিষয়েও এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

বিরাট-দাপট

সুপার ফোরে স্বমহিমায় বিরাট কোহলি। শতরান করলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। ৯ বছর পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান বিরাট কোহলির। পাশাপাশি এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ১৩ হাজার রানও করে ফেললেন বিরাট।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩৫৬, পাক ব্যাটিংয়ে বাধা বৃষ্টি

কলম্বো, ১১ সেপ্টেম্বর: রবিবার প্রেমাদাসায় যে ভিত গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন রোহিত আর শুভমন, এরপর সোমবার তার ওপর রানের এক ইমারত তৈরি করলেন বিরাট আর লোকেশ রাহুল। এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে বাবর আজমদের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মার দল তুলল ২ উইকেটে ৩৫৬। এক দিনের ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এটাই ভারতের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। ১৮ বছর আগেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ৫০ ওভারে ঠিক ৩৫৬ রানই তুলেছিল। এদিন প্রেমাদাসায় পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের মাঝে নামল বৃষ্টি। ফলে খেলা থমকে গেল ১১ ওভারের মাথায়। এই ১১ ওভারে ভারতের ৩৫৬ রানের জবাবে ১১ ওভারে পাক ব্যাটসম্যানেরা তোলেন ৪৪ রান। এর মধ্যে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন ইমাম আর বাবর। ফলে সব মিলিয়ে চাপে পাকিস্তান।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

ডেঙ্গুতে যাদবপুরের ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, এমটেক প্রথমবর্ষের পড়ুয়া ছিলেন ওই ছাত্র। সহপাঠীরা জানান, ওহিদুর রহমান নামে ওই ছাত্র এনএস ওয়ান ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। এরপর গত ৩১ অগস্ট তাঁকে ভর্তি করা হয় কেপিসি হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ৩ সেপ্টেম্বর বেলভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

স্কুলের সামনে থেকে অপহরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলের সামনে থেকে ছাত্রকে অপহরণের অভিযোগ। দক্ষিণ কলকাতার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সামনে হয়েছে এই ঘটনা। অভিযোগ, মারধর করে অ্যাভ্রুজ হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রকে বাইকে তোলা হয়েছে। তার পর পালিয়ে গিয়েছেন অভিযুক্তেরা। লেক থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুলে পৌঁছয় পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। পরে কসবা থেকে সেই ছাত্রকে উদ্ধার করা হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬৭৫ নং এফিডেভিট বলে Goutam Bhattacharjee S/o. Sudhir Kumar Bhattacharjee ও Goutam Bhattaharjee, Gautam Bhattacharya S/o. Lt. S. K. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Goutam Goswami ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ghano Shyam Goswami ও G. Goswami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৩২৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Kaji Saheda Begam (old name) W/o. Kaji Mahamuder Rahman at 71/1 G. T. Road, Khandakar Para Sheoraphuli, Serampore, Hooghly-712223, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Saheda Begam (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Kaji Saheda Begam &, Saheda Begam W/o. Kaji Mahamuder Rahman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত ইন্দা মৌজার ২৩২ নং জে.এল. ভুক্ত ১২১৯১, ১২১৯২, ১২১৯৩, ১২১৯৪ নং LR খতিয়ানের অর্ন্তভুক্ত ৩০২২ দাগে বাস্তু ১৩ ডেঃ সম্পত্তি আমি ১) বিদ্যুত কান্তি ঘোষ, ২) মিতা সেনগুপ্ত, ৩) তুষার কান্তি ঘোষ, ৪) মৃনাল কান্তি ঘোষ বিক্রেতাগনের নিকট ক্রয় করিব ।
ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন বর্নিত ফোনে যোগাযোগ করিবেন।

দেবযানী সমাদ্দার
ফোন নং-৭৩১৮৯২১৩৯০

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ আদালত
Succession Case No.- 19/2023

শ্রীমত্যা চায়না প্রঃ মিতা মুর্মু দীং
...দরখাস্তকারীগন

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় Succession সার্টিফিকেট পাইবার জন্য উপরিউক্ত দরখাস্তকারীগন জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ইন্দিরা পল্লী সাকিনের বাসিন্দা মৃত আনন্দ মুর্মুর, নামিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা সমূহ সার্টিফিকেট পাইবার জন্য উপরিউক্ত আদালতে উক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির বিবরন

1. United Bank of India
A/C No.- 20078612404 Rs. 1,056/- and interest
A/C No.- 31835116788 Rs. 166,983.60 and interest
In the name of Ananda Murmu
2. Death benefit of Ananda Murmu from W. B. Fire and Emergency Service.

ইতি
অনুমত্যানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, জর্জ আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুব,২২/০৮/২৩

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই সেপ্টেম্বর। ২৫ শে ভাদ্র, মঙ্গলবার। ত্রয়োদশী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দর ও বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিল্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : আজ বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পূজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

মিথুন রাশি : বার পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে পূজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত অচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে , জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ।

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পুজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেতার দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যক্স দ্বারা শুভ।

(কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় র ভূমিষ্ঠ দিবস)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পানিহাটিতে তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুর !
অভিযোগ উঠল দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল পানিহাটিতে!

দলীয় কার্যালয়ের পাশে মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় পানিহাটি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জয় প্রকাশ কলোনিতে তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় কাউন্সিলর প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে কাজিয়া তুঙ্গে পশ্চিম পানিহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রবীর দে-র। অভিযোগ, বিটি রোড সন্নিহিত তৃণমূল কার্যালয়ের পাশে বসে নিত্যদিন মদ্যপানের আসর বসাতো কাউন্সিলর অনুগামীরা। দীর্ঘদিন ধরেই সেই মদ্যপানের প্রতিবাদ করছিলেন তৃণমূল নেতা প্রবীর দে ও তার অনুগামীরা। রবিবার রাতে মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় পুরপিতা প্রবীর মজুমদারের অনুগামীরা তৃণমূল কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় জয় প্রকাশ কলোনিতে। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়দা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনা নিয়ে পশ্চিম পানিহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রবীর দে বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই দলীয় কার্যালয়ের পাশে মদের আসর বসতো। প্রতিবাদ জানিয়েও কোনও ফল মেলেনি।' ইদানিং তার মতো অনেকেই ওই কার্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রবীর দে-র অভিযোগ, নেশাভান করে কয়েকজন দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছে। টিভি-সহ চেয়ার-টেবিল ভেঙে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী-সহ মনীষীদের ছবি ওরা নিচে ফেলে দিয়েছে। তৃণমূল নেতা প্রবীর বাবু জানান, বিষয়টি বিধায়ক নির্মল ঘোষকে জানানো হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রশাসন তদন্ত করে ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। অন্য দিকে, দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর প্রবীর মজুমদার বলেন, ঘটনার দিন তিনি ছিলেন না। পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।। সোমবার বিকেলেফিরেছেন। কাউন্সিলরের দাবি, 'উনি (প্রবীর দে) কিছু লোককে মদ খাইয়ে কার্যালয়ে ভাঙচুর করিয়েছেন। গোষ্ঠী কোন্দলের বিষয় উড়িয়ে দিয়ে কাউন্সিলর প্রবীর মজুমদার বলেন, 'এটা কোনও দলীয় কোন্দলের বিষয় নয়। ঘটনাটি তিনি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন।' বিজেপি নেতা কিশোর করের দাবি, 'তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। পানিহাটিতে এলাকা দখল নিয়ে তৃণমূলের কোন্দল তুঙ্গে। সেই কারণে পানিহাটিতে নানা গন্ডগোলের ঘটনা ঘটছে।'

ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে ১০০ বছরের পুরনো কামানের গোলার সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ইতিহাসের পাতায় স্থান না পাওয়া এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর 'ইতিহাস' খুঁজতে গিয়ে শিবপুর থানা থেকে উদ্ধার হল ১০০ বছরের বেশি পুরনো দু'টি কামানের গোলা। সেগুলি স্টেট জুডিসিয়ারি মিউজিয়াম অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, কয়েকমাস আগে এই খোঁজ পর্ব শুরু হয়। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁর নাম ইতিহাসের দলিলে নেই, তাঁরই খোঁজ শুরু করে জুডিসিয়ারি মিউজিয়াম অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার । এ জন্য হাওড়ার শিবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে ওই স্বাধীনতা সংগ্রামীর হদিস পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করা হয়। যদিও প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী শিবপুরের ওই জায়গায় পুরনো বাড়ি সব ভেঙে উড়ালপুল , বহুতল তৈরি হয়ে এলাকার নকশাই বদলে গিয়েছে।

ওই ঘটনার সূত্রেই সংস্থার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল ও ট্রাস্টি বিপ্লব রায় বলেন, 'আমরা এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর ইতিহাস খুঁজতে এসে শিবপুর থানার মধ্যে কলের জলের লাইন তৈরির সময় এই গোলা দু'টি উদ্ধারের কথা জানতে পারি। এরপর এই দু'টিকে রাজ্য বিচারব্যবস্থা সংরক্ষণাগার ও গবেষণা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করি। শিবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এক সিদ্ধান্ত নিতে অপরাগ হওয়াতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আজকে আমরা এই দুটিকে কলকাতাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা সেনা ও কামান বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা করিয়ে এর সম্পূর্ণ ইতিহাস জানার চেষ্টা করবো। শিবপুর থানা থেকে উদ্ধার হয়েছিল এই দুটো গোলা সোটাও আমরা সংরক্ষণাগারের লিখিত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করব।'

সূত্রের খবর এই দুটি গোলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে। এর একটিতে ১৮০০ দশকের সাল উল্লেখ থাকলেও আরেকটাকে পরিষ্কার করে বাকি বৃত্তান্ত জানা সম্ভব বলেই মনে করা হচ্ছে।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ভাটপাড়ায়। মৃতের নাম জামিল আক্তার (৩০) । লোহা-লক্কর সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন জামিল। সোমবার সকালে ভাটপাড়া থানা সন্নিহিত কাঁকিনাড়া ১ নম্বর গলিতে ঝুপড়ি ঘরের মধ্যে হাত-পা বাঁধা এবং গলায় ফাঁস লাগানো চেয়ারে বসা অবস্থায় জমিলকে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ এসে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতার জামাই বাবু সাজিদ আলি জানান, একটু মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন তাঁর শ্যালক জামিল। লোহা-লক্কর বিক্রি করে সামান্য রোজগার করতেন। টিনের ছাউনির ঘরে জামিল একাই থাকতেন। সাজিদ আলির অভিযোগ, ওকে হাত-পা বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে। অপরদিকে পড়শি মহম্মদ এক্কর বলেন, ওর কোনও শত্রু ছিল না। একদম ভোলেভালা যুবক ছিলেন। কোনওমতেই জামিল আত্মহত্যা করতে পারেন না। ওকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে। এক্কারের দাবি, রাতে কিছু কুকর্ম দেখে ফেলায় হয়তো ওকে পৃথিবীতে চলে যেতে হল। তবে কী কারণে জামিলকে খুন করা হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় মৃতের পরিবার ও পড়শিরা। ঘটনার তদন্তে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। যদিও পুলিশের অনুমান, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে।

বোকারো স্টিল সিটি স্টেশনের সংস্কারে আনুমানিক খরচ ৩৩.৫ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় রেলে বোকারো স্টিল সিটি স্টেশনের এক বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, মাল বা যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এই স্টেশনটির একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এদিকে বোকারো স্টিল সিটি দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প এলাকা। আর সেই কারণেই ভারতীয় রেল এই স্টেশনটিকে 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে নির্বাচিত করেছে। যার পুনর্নিমাণ হবে বিশ্বমানের একটি স্টেশন হিসাবে। আর তার জন্য খরচ হবে ৩৩.৫ কোটি টাকা। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, সারা দেশে ১৩০৯টি রেল স্টেশনের রূপান্তর ও পুনরুজ্জীবনের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওডিশায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মোট ৬৯টি স্টেশনকে পুনঃউন্নয়ন করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

১০ সেপ্টেম্বর স্কটিশ চার্চ কলেজ ও প্রাক্তনী কমিটি উদযাপন করল কলেজের প্রাক্তনী বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র নির্মাতা মৃণাল সেনের জন্ম শতবর্ষ ! অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রাক্তনী সুপারস্টার অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, পদ্মশ্রী খেতাব প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ কাজি মাসুম আখতার প্রমুখ।

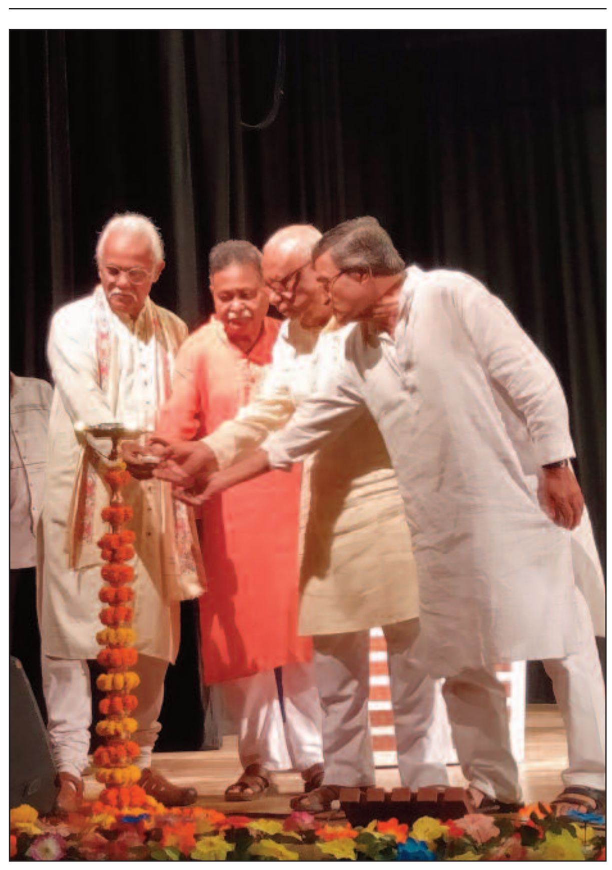

গত ২৬ ও ২৭ উত্তরপাড়া সঙ্গীত চক্রের উদ্যোগে দুই সন্ধ্যাব্যাপী এক নৃত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল স্থানীয় গণভবন প্রেক্ষাগৃহে। ২৬ তারিখ বিশিষ্ট সন্তুরবাদক পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্যের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কত্থক শিল্পী আয়রা দে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা কৃষকরা পাচ্ছেন কি না জানতে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষকবন্ধু, শস্যবীমা যোজনার মতো রাজ্য সরকারের চালু করা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা মূলক প্রকল্পের সুযোগ রাজ্যের কৃষকেরা ঠিক মতো পাচ্ছেন কি না তা খতিয়ে দেখতে কৃষি দপ্তর একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করল। নম্বরটি হল ৯৮৩০৩৮৩৩৮৩।

রাজ্যের কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলার কৃষকেরা যারা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়ে আছেন তাঁরা প্রকল্পের টাকা নিয়মিত কী না, কিংবা বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পে বিমার টাকা চাষিরা পেয়েছেন কী না, তা এবার থেকে ওই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে'র মাধ্যমেই জানতে পারবেন ও জানাতেও পারবেন। ওই হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠালে স্বয়ংক্রিয় মেসেজ আসবে। তারপর সেখান থেকে কৃষকেরা নিজেদের আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে কৃষকবন্ধু অথবা বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। দুয়ারে সরকারের শিবির থেকে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের এই নম্বরটির জোরদার প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতদিন এই সব প্রকল্পের সুবিধা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসছে কি না তা জানতে কৃষকদের কৃষি দপ্তর অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক -এ যেতে হতো। এবার থেকে তাঁরা ঘরে বসেই ওই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর'র মাধ্যমে সেই তথ্য জানতে পারবেন।

একই সঙ্গে এটাও জানা গিয়েছে, রাজ্যের আরও বেশি সংখ্যক প্রকৃত চাষি যাতে রাজ্য সরকারের কাছে সরকারি দামে আরও বেশি করে ধান বিক্রি করতে পারে তার জন্য আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ এসেছে নবান্ন থেকে। সেই সূত্রেই স্থায়ী ধান ক্রয় কেন্দ্র ও গাড়িতে ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, চলতি মরশুমে স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫০০ এবং ৬১টি। সেই জায়গায় আরও মোট ৮০টি স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। একই সঙ্গে সামনের মরশুম থেকেই একজন চাষি রাজ্য সরকারকে সর্বোচ্চ ৯০ কুইন্টাল পর্যন্ত ধান যাতে বিক্রি করতে পারন, সেই পদক্ষেপও করা হচ্ছে। চলতি মরশুমের প্রথমে এটা ছিল ৪৫ কুইন্টাল। জুন থেকে তা ৯০ কুইন্টাল করা হয়। সেই মাপটাই আগামী মরশুমেও ধরে রাখছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪ খরিফ মরশুমে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ টন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ মরশুমে এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬০ লক্ষ টন। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের ১৬ থেকে ১৮ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন। সরকারি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, নতুন খরিফ মরশুম অক্টোবরে শুরু হলেও সরকার ধান কেনা শুরু করে নভেম্বর থেকে। তবে নতুন ধান ওঠার পর বেশিরভাগ কেনার কাজটা হয় ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি, তিনমাসে। এবারও ডিসেম্বরে মোট ১২ লক্ষ টন, জানুয়ারিতে ২৪ লক্ষ টন ও ফেব্রুয়ারিতে ১৯ লক্ষ টন কেনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। অর্থাৎ এই তিনমাসেই সরকার ৭০ লক্ষ টনের মধ্যে ৫৫ লক্ষ টন ধান কিনতে চাইছে। আবার খোলা বাজারের তুলনায় সরকার নির্ধারিত দাম সাধারণত অনেকটা বেশি থাকে। আগামী খরিফ মরশুমে দাম অনেকটা বাড়িয়ে কুইন্টাল প্রতি ২,১৮৩ টাকা করা হয়েছে। স্থায়ী কেন্দ্রে ধান বিক্রি করলে চাষি প্রতি কুইন্টালে আরও ২০ টাকা করে পাবেন।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১২ সেপ্টেম্বর ২৫ ভাদ্র, ১৪৩০, মঙ্গলবার

আসন ফাঁকা! স্নাতকে ভর্তির সময়সীমা বাড়ানো হল ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকস্তরে ভর্তির সময়সীমা বাড়ানো হল ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভর্তির সময়সীমা পার হওয়ার পরেও বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও অনেক আসন ফাঁকা রয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। তাই ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মাফিক তাদের অনলাইন পোর্টাল খুলে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চালাতে পারবে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর সোমবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে। উল্লেখ্য, স্নাতকস্তরে ভর্তির শেষ তারিখ ছিল ৩১ জুলাই পর্যন্ত। সেই সময়সীমা বাড়ানো হল।

এর আগে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, স্নাতকের চূড়ান্ত সেমিস্টারের ফল প্রকাশিত হতে পারে ৩১ অগস্ট। এরপর থেকেই রাজ্য সরকার অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকোত্তরে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। অনলাইনেই ভর্তি হওয়া যাবে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভর্তির অনলাইন পোর্টাল খোলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের নিজস্ব পোর্টালে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথম সেমিস্টারে ক্লাস ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে বলে জানানো হয়েছিল বিজ্ঞপ্তিতে। যদি কোনও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন ফাঁকা থেকে যায়, তার জন্যও পুনরায় ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। তবে, সে ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তরে ভর্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া নভেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। সেই কারণেই আসন পূরণের জন্য ভর্তির সময়সীমা বাড়ালো উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে যাদবপুরের ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, এমটেক প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন ওই ছাত্র। সহপাঠীরা জানান, ওহিদুর রহমান নামে ওই ছাত্র এনএস ওয়ান ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। এরপর গত ৩১ অগস্ট তাঁকে ভর্তি করা হয় কেপিসি হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ৩ সেপ্টেম্বর বেলভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্প্রতি যাদবপুরের ছাত্ররা অভিযোগ তুলেছিলেন, ক্যাম্পাসজুড়ে মশার উৎপাতে টেকা দায়। হস্টেলে কয়েকজনের ডেঙ্গুও হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বহু জায়গায় জল, নোংরা জমে বিপদ বাড়ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। পাশাপাশি উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকেও এই

মশার উপদ্রব নিয়ে মুখ খুলতে দেখা যায়। সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিলেন, মশার এই উপদ্রব কেন হচ্ছে সেটা দেখবেন। যাঁরা এই বিষয়গুলি দেখেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। ঘুরপথে তিনি এই দায়ভার রাজ্য সরকারের উপর চাপিয়ে দেন। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, সরকারি যে সমস্ত কর্মীদের এসব দেখার কথা, তিনি তাঁদের এরকম কোনও কাজ করতেই দেখেন না।

তবে সোমবার ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার পর রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, 'কী করব? একজন দায়িত্বশীল উপাচার্য বা একজন দায়িত্বশীল সুপারকে কি নোটিস পাঠাব? কতবার সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়েছে। আমরা নিজেরা গিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যেভাবে আবর্জনা হয়ে পড়ে থাকে, সেগুলি পরিষ্কার ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হয় না। আমরা গিয়ে পরিষ্কার করি। আমার যাব। আবার গিয়ে আমরা সচেতন করব।'

এদিকে ফি বছর বর্ষার মরসুম এলেই মাথাচাড়া দেয় ডেঙ্গু। দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলির একাধিক জায়গায় এবারও মশাবাহিত এই রোগের দাপট দেখা যাচ্ছে। সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা জানানো না হলেও প্রায়শই বিভিন্ন জায়গায় থেকে ডেঙ্গি পজিটিভ রোগীর মৃত্যুর খবর আসছে।

৯/১১-তে আদালতে রিপোর্ট পেশ করা হল না সিবিআইয়ের, তথ্য জানানো হবে আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৯/১১-র যে জঙ্গি হামলায় কেঁপে উঠেছিল সারা বিশ্ব ঠিক তেমনই ২০২৩-এর ৯/১১-তে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কাঁপিয়ে দেওয়া কিছু তথ্য আদালতে পেশ করবে বলে আগেই জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। খুব স্পষ্টভাবে বললে এদিনই কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই-এর আইনজীবীর 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের' মতো ২০১৪ সালে প্রাথমিক নিয়োগের টেট পরীক্ষার সুবিশাল নিয়োগ দুর্নীতির বহু তথ্য সামনে আনার কথা ছিল। সিবিআইয়ের এই বার্তা থেকে শুরুও হয় জল্পনার। এদিকে এদিন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। তবে এদিন মামলা শুনলেন না বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কারণ, একজন আইনজীবীর মৃত্যু হয়েছে, তাই এদিন নিয়োগ দুর্নীতির মামলা শোনেননি তিনি। এদিকে এদিন এজলাসে সিবিআই এর আইনজীবী বলেন, 'সমাজের বৃহত্তর অংশের এব্যাপারে আগ্রহ আছে। তাই মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত রিপোর্ট দেব।'

> ৯/১১-র যে জঙ্গি হামলায় কেঁপে উঠেছিল সারা বিশ্ব ঠিক তেমনই ২০২৩-এর ৯/১১-তে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কাঁপিয়ে দেওয়া কিছু তথ্য আদালতে পেশ করবে বলে আগেই জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। খুব স্পষ্টভাবে বললে এদিনই কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই-এর আইনজীবীর 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের' মতো ২০১৪ সালে প্রাথমিক নিয়োগের টেট পরীক্ষার সুবিশাল নিয়োগ দুর্নীতির বহু তথ্য সামনে আনার কথা ছিল। সিবিআইয়ের এই বার্তা থেকে শুরুও হয় জল্পনার।

এদিন এই প্রসঙ্গে সিবিআইয়ের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য এও জানান, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে এই রিপোর্টে আরও বেশ কিছু বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসতে পারে। এদিকে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জেরে এই মামলা বিলম্বিত হচ্ছে। আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের মন্তব্য, '৯/১১ শুধু ধ্বংসের দিন নয়। এদিন স্বামীজি শিকাগোয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাই সত্যি সামনে আসবেই।'

এরই রেশ টেনে সিবিআই-এর আইনজীবী এও উল্লেখ করেন, কীভাবে মন্ত্রীর সচিব সব ডিলিট করেছিলেন চাপে পড়ে, সেই তথ্য সামনে আসবে। চাপে পড়ে এমন কোন তথ্য মুছে ফেলতে হয়েছিল মন্ত্রীর সচিব, রিপোর্টে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে বলে সিবিআই-এর আইনজীবী জানান।

এরই পাশাপাশি সিবিআই-এর আইনজীবী দাবি করেন, পার্থকে নিয়ে অজানা তথ্য থাকবে রিপোর্টে। নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি যোগ রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সিবিআই-এর আইনজীবী এও উল্লেখ করেন, প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল পার্থর দফতরে। ফলে সবার নজর এখন মঙ্গলবারের সিবিআই-এর রিপোর্টের দিকেই।

মোহনপুরে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব! 'আক্রান্ত' জলস্বপ্ন প্রকল্পের শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ করা শ্রমিকদের ওপর তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুনপুর সরকার পুকুর অঞ্চলে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অধীনে একমাস ধরে জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা শ্রমিকরা অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করে প্রকল্পের কাজ করছেন।

অভিযোগ, শ্রমিকদের ক্যাম্পের অদূরে কয়েকজন যুবক রাতে মদ্যপানের আসর বসাচ্ছে। মত্ত যুবকেরা শ্রমিকদের কাছ থেকে জোর করে খাবার কেড়েও নিচ্ছিল। দেয়। এমনকী একজন শ্রমিককে মাছ ও মাংসের রান্না করা গরম কড়াইয়ের মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। আক্রান্ত শ্রমিক ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওইদিন রাতে মোহনপুর থানার পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যান মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর। তার অভিযোগ, বিজেপির কিছু ছেলে নেশাভান করে জল প্রকল্পের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করছে। জোর করে ওরা শ্রমিকদের খাবার কেড়ে নিচ্ছে।

অভিযোগ, রবিবার রাতে শ্রমিকদের ক্যাম্পে গিয়ে চার-পাঁচজন যুবক শ্রমিকদের রান্নার খাবার চায়। কিন্তু তাদের খাবার কম পড়ে যাবে বলে তারা খাবার দেয়নি। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে মত্ত যুবকরা রান্নার গরম কড়াই উল্টে বিষয়টা পুলিশকে জানানো হয়েছে। যদিও বিজেপি নেতা গৌর বিশ্বাসের দাবি, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তারা কেউ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত নয়। তৃণমূল তাদের ঘাড়ে মিথ্যা দোষ চাপাচ্ছে।

ছুটির ১৫ মিনিটের বেশি আগে গাড়িতে পড়ুয়াদের নিতে এলে দিতে হবে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুপুরে স্কুল ছুটির অনেক আগেই পড়ুয়াদের নিতে গাড়ি নিয়ে চলে আসছেন অভিভাবকরা। আর এই দীর্ঘক্ষণ স্কুলের রাস্তার সামনে গাড়ি পার্কিং করে রাখার জেরে যানযট বাড়ছে। এবার এই সমস্যা মেটাতে অভিভাবকদের স্কুলে আসার সময় বেঁধে দেওয়া হল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুল ছুটির ১৫ মিনিটের আগে অভিভাবকরা গাড়ি নিয়ে আসবেন। তার আগে এলে জরিমানা গুনতে হবে অভিভাবকদের।

লালবাজার ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে খবর, ছাত্রছাত্রীদের স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিভাবকদের গাড়িগুলিকে ১৫ মিনিট ছাড় দেওয়া হয়েছে। ছুটির ১৫ মিনিট আগে তাঁরা আসবেন। ছুটি হলে গাড়িতে বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। নির্ধারিত সময়ের আগে গাড়ি নিয়ে স্কুলে চলে এলে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এদিকে সূত্রে খবর, নির্ধারিত সময়ের আগে এসে ইতিমধ্যে কিছু অভিভাবককে জরিমানা গুনতেও হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, স্কুল লাগোয়া রাস্তায় যানযট বেশি হচ্ছে। আর এই যানযট বেশি হচ্ছে ছুটির সময়। কারণ স্কুলে ছাড়তে আসার সময় অভিভাবকদের তাড়া থাকে। অনেকে অফিস যাওয়ার পথে কোনও রকমভাবে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তাঁরা চলে যান। কিন্তু ছুটির সময় দেখা যায় অভিভাবকরা অনেক আগেই হয় চালককে দিয়ে স্কুলে গাড়ি পাঠিয়ে দেন অথবা নিজেরাই গাড়ি নিয়ে চলে আসেন। এরপর স্কুলের সামনে রাস্তায় গাড়ি রেখে চলে গল্প। আর তাতেই বাড়ছে যানযট। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে এই সমস্যা বেশি দক্ষিণ কলকাতায় স্কুলে লাগোয়া রাস্তায়। যানযট রুখতে ছুটির সময় যাতে ধাপে ধাপে পড়ুয়াদের ছাড়া হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে সেই আবেদন আগেই করেছিল ট্রাফিক পুলিশ। আর কলকাতা পুলিশের এই পরামর্শ মানাও হচ্ছে স্কুলের তরফ থেকে এমনটাই খবর।

হাতে আর একটা মাস। আসছে দুর্গাপুজো। ব্যস্ততা কুমোরটুলিতেও। ছবি: অদিতি সাহা

কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল সিবিআই। গত সপ্তাহে সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর ও কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারকে তদন্তের নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত। পাশাপাশি যৌথ রিপোর্টও পেশ করার কথা বলা হয়। কিন্তু হাইকোর্টে যখন এই মামলা চলছে, তখন কেন নিম্ন আদালত এই নির্দেশ দিল সোমবার এই প্রশ্ন তুলে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে আবেদন জানায় সিবিআই।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া হুগলির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ প্রেসিডেন্সি জেলে বসে অভিযোগ করেছিলেন, পুলিশ হেপাজতে তাঁর উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। হেস্টিংস থানায় চিঠি লেখেন নিয়োগ মামলায় ধৃত কুন্তল। চিঠির বয়ান মিথ্যা, এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলাটি চলাকালীন সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। পরে এজলাস পরিবর্তন হয়ে মামলাটি বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে যায়। সেখানেও সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ বহাল থাকে। এরপর ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে

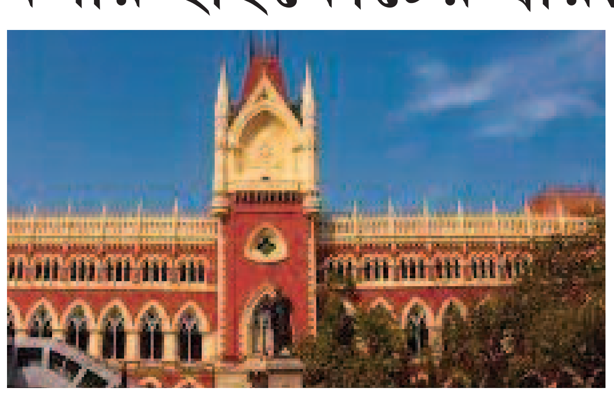

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন কুন্তল ঘোষ।

এরপর গত ৪ অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, হেপাজতে নির্যাতন সংক্রান্ত চিঠির অভিযোগে কোনও মতামত দেয়নি হাইকোর্ট। তাই বিশেষ আদালতে অভিযোগ জানাতে বাধা নেই কুন্তলের। তিনি চাইলে চিঠি বিশেষ আদালতে জমা দিতে পারেন। সেই মতো আলিপুরের বিশেষ আদালতে চিঠি লিখে আবেদন করেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা।

এর আগে বিশেষ সিবিআই আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আরজি জানায় সিবিআই। তারই প্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ জানায়, নিম্ন আদালতের নির্দেশের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলেও জানায় শীর্ষ আদালত। সেই কারণে সিবিআইয়ের আবেদন খারিজ করা হয়। ফলে পুলিশ এবং সিবিআইয়ের যৌথ তদন্তের নির্দেশটি বহাল ছিল। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে এবার হাইকোর্টে গেল সিবিআই।

সশীরের কোর্টে হাজিরা দিতে হবে নুসরতকে, জানাল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোনও আইনজীবী মারফৎ বা ভার্চুয়ালি হাজিরা নয়, একেবারে শরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে নুসরত জাহানকে। সোমবার এমনই নির্দেশ দিল আলিপুর জজ কোর্ট।

টলিপাড়ার তারকা নুসরত তৃণমূলের সাংসদও। তাঁর বিরুদ্ধে সম্প্রতি আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগ ইডি তাঁকে সমনও পাঠায়। মঙ্গলবার তাঁকে হাজিরা দিতে হবে ইডি দপ্তরে। তার আগে সোমবার জজ কোর্টে এই প্রতারণার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাতেই নুসরত জাহানের হাজিরার কথা ছিল। যদিও তিনি আসেননি। সামাজিক বেশ কিছু দায়বদ্ধতা ও পারিবারিক কারণে আসতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন বলেই জানা যাচ্ছে। এই তথ্য জানার পরই বিচারকও জানান, সশরীরেই হাজির হতে হবে তৃণমূলের তারকা-সাংসদকে। ৪ ডিসেম্বর ফের এই মামলার শুনানি।

প্রসঙ্গত, সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড' নামে এক সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে নুসরত জাহান-সহ মোট ৮ জনের নাম উঠে আসে। ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে এই সংস্থা প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। ৫০০ জনের কাছ থেকে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে বলে টাকা নেওয়া হলেও, ফ্ল্যাট দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সংস্থার যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সেখানে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে টাকা জমা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই গড়িয়াহাট থানার দ্বারস্থ হন 'প্রতারিত'রা। একইসঙ্গে প্রতারিতরা এও জানান, গড়িয়াহাট থানার পুলিশ সে অভিযোগ নেয়নি। এরপর আলিপুর আদালতে দায়ের হয় মামলা। এরপর আদালত দু'বার নুসরতকে ডেকেছিল বলেও খবর। তবে হাজিরা দেননি তারকা সাংসদ। সম্প্রতি বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা সেই সব 'প্রতারিত'দের নিয়ে সোজা হাজির হন ইডি দফতরে। তার ভিত্তিতে ইডি নুসরতকে মঙ্গলবার ডেকেছে।

এরপর নুসরত প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করেন, তিনি কোনও আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত নন। সংস্থাটির ডিরেক্টর থাকাকালীন কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা ফেরত দিয়ে দেন। এরপর ২০১৭ সালে সংস্থার ডিরেক্টর পদ থেকে ইস্তফাও দেন। তাই যে অভিযোগ উঠছে, তা ভিত্তিহীন। প্রয়োজনে সমস্ত কাগজপত্র তিনি যথাযথ জায়গায় পেশ করবেন বলেও কার্যত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন।

তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতেই সোমবার কথা ছিল আলিপুর আদালতে হাজিরা দেওয়ার। হাজির হননি তিনি।

এদিকে সূত্রে খবর, সাংসদ, অভিনেত্রী আবার প্রযোজনা সংস্থাও খুলেছেন তিনি, এই কারণে প্রবল চাপের মধ্যে রয়েছেন। এখনই আদালতের হাজিরা থেকে কিছু সময়ের জন্য নিস্তার চেয়েছিলেন অভিনেত্রী। সোমবার নুসরতের আইনজীবী জানান, আগামী ৪ ডিসেম্বর এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ততদিন অভিনেত্রীকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে না। সেক্ষেত্রে প্রায় তিন মাসের জন্য আদালতের হাজিরা থেকে রেহাই পেলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ। তবে এদিন আদালত এও স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয়, আগামী ৪ ডিসেম্বর শুনানির দিন সশরীরে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে।

চিল পুষতে গিয়ে ফাঁপরে জগদ্দলের একটি পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : কোনও কারণে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়েছে সে। তার দিন কাটছিল মানুষের সঙ্গে। ঘরে থেকে। চিল বাড়িতে পুষে এবার ফাঁপরে পড়ল জগদ্দলের একটি পরিবার। খবর পেয়ে চিলটিকে উদ্ধার করেছেন বন্যপ্রাণী রক্ষাকারী এক ব্যক্তি। চিলটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেবেন বলে জানান তিনি।

জানা গিয়েছে, সোমবার একটি ছেলেকে সাইকেলের হ্যান্ডেলে বসিয়ে চিলকে নিয়ে যেতে দেখেন শ্যামনগর কাউগাছির-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রাহ্মণ পাড়ার বাসিন্দা ক্যারাটে প্রশিক্ষক দীপঙ্কর দে। ছেলেটির কাছ থেকে দীপঙ্কর বাবু বাড়ির ঠিকানা জেনে নেন। তারপর তিনি বন্যপ্রাণী রক্ষাকারী কাউগাছি ব্যাঙ্কপল্লির বাসিন্দা প্রতাপ দাসকে খবর দেন। বিপন্ন প্রজাতির ওই পাখিটিকে উদ্ধার করতে তড়িঘড়ি প্রতাপ দাস ছুটে আসেন জগদ্দল থানার পিছন দিকে ৩ নম্বর গলিতে। সেখানেই একটি বাড়িতে রাখা হয়েছিল চিলটিকে। এরপর ওই বাড়ি থেকে

বন্যপ্রাণী রক্ষাকারী প্রতাপ দাস চিলটিকে উদ্ধার করে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু অসুস্থ থাকায় পাখিটি উড়তে পারেনি।

বন্যপ্রাণী রক্ষাকারী প্রতাপ দাস জানান, চিলকে কখনই ঘর বন্দি করে রাখা যায় না। প্রকৃতির কোল ওদের একমাত্র উৎকৃষ্ট জায়গা। কিন্তু অসুস্থ থাকায় চিলটি উড়তে পারেনি। তাই চিলটিকে ব্যারাকপুরে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। প্রতাপ বাবুর কথায়, চিল, বাজ, টিয়া, ময়না, প্যাঁচা এসব পাখি ঘরবন্দি করে রাখা যায় না। তবুও আড়ালে আবডালে অনেকেই টিয়া, ময়না পুষে থাকেন। কিন্তু এদের পোষা আইনত অপরাধ। বিপন্ন প্রজাতির পশু-পাখি পুষলে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা ও এক বছরের জেলও হতে পারে। ক্যারাটে প্রশিক্ষক দীপঙ্কর দাস জানান, 'চিল শিকারী পাখি। শিকারের খোঁজে আকাশে ওরা ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। সাধারণত এঁরা মৃত প্রাণীদেহ খায়। কিন্তু একটি ছেলের সাইকেলের হ্যান্ডেলে চিলটিকে দেখে অবাক হয়ে যাই।' দীপঙ্কর বাবুর কথায়, পশু-পাখিকে কখনই ঘরে আটকে রাখা ঠিক নয়। প্রকৃতির কোলে মুক্ত বাতাসে ওরা যাতে বিচরণ করতে পারে। সেদিকে খেয়াল রেখেই চিলটিকে উদ্ধারের জন্য পশু-পাখি প্রেমী প্রতাপ বাবুকে খবর দিয়েছি।

সম্পাদকীয়

প্রথম পরীক্ষাতেই সাফল্য পেল বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'

বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' গঠিত হওয়ার পর তাদের প্রথম পরীক্ষাতেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য এল। বাংলা সহ ছয় রাজ্যে সাতটি বিধানসভা ভোটে তারা কেমন পারফর্ম করে সেদিকে নজর ছিল গোটা দেশবাসীর। দেখা গেল 'ইন্ডিয়া' বনাম এনডিএ-র মিনি ম্যাচে ৪-৩ গোলে টেক্কা দিয়েছে এই বিরোধী জোট। নিঃসন্দেহে এই জয় বিরোধীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আশাব্যঞ্জকও। সত্যিই যদি তারা একজোট হয়ে লড়াই চালাতে পারে তাহলে বিজেপিকে হারানো যে আদৌ অসম্ভব নয় সেটা স্পষ্ট হয়েছে। ইন্ডিয়া জোট দেখিয়ে দিল বিজেপির নিজেদের গড় বলে পরিচিত যোগী রাজ্যেই গেরুয়া প্রার্থীকে হারানো সম্ভব হল। একদিকে বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরছে, অন্যদিকে পায়ের নীচের জমি শক্ত হচ্ছে 'ইন্ডিয়া'র। সঙ্গত কারণেই তাই 'ইন্ডিয়া' আতঙ্ক মোদিবাহিনীকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। হয়তো বা রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার উপক্রম। আসা যাক বাংলার প্রসঙ্গে। কেবলমাত্র জাতপাত, ধর্মান্ধতা, বিভেদের রাজনীতি আর হিন্দুত্বের তাস খেলে যে বাংলায় নির্বাচনী বৈতরণী পেরনো যাবে না, বিজেপির মুখের উপর সেই জবাব দিয়েছে বঙ্গবাসী। শুধু রাজবংশী আর মতুয়া অঙ্ক কষে যে বাংলায় জেতা যায় না তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ধূপগুড়ির মানুষ। ধূপগুড়ির ভোটার উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাই মাত্র আড়াই বছরের ব্যবধানে বিজেপির হাত থেকে ধূপগুড়ি বিধানসভা আসনটি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে শাসক তৃণমূল। বিজেপির স্বঘোষিত এই গড়ে পর্যুদস্ত তারা। অন্যদিকে জোড়াফুল শিবির যত মজবুত হচ্ছে ততই ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূলের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ছে। ২৪-এর মহারণে বিজেপিকে হারাতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফর্মুলা মেনে 'একের বিরুদ্ধে এক' লড়াইয়ে যে শরিক হতে হবে, বাম-কংগ্রেসেরও সেই শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে। ধূপগুড়ি বুঝিয়ে দিল তা নাহলে তারা আরও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। সামনেই বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তারপরই বেজে যাবে লোকসভা ভোটের দামামা। স্বাভাবিকভাবেই উপনির্বাচনের ফল 'ইন্ডিয়া' জোটকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। ফলাফল বুঝিয়ে দিচ্ছে বিজেপির অপশাসনে মানুষ তিতিবিরক্ত। মুখ ফেরাচ্ছে বিজেপির দিক থেকে। উত্তরপ্রদেশে পর্যন্ত তারা ধরাশায়ী হয়েছে। তাই চিন্তা, উদ্বেগ বাড়ছে পদ্মশিবিরের। হাওয়া যে ঘুরছে তা বেশ বুঝতে পারছে গেরুয়াবাহিনীর অন্দরমহলও। কমেছে তাদের জনসমর্থন। আগের মতো কাজ করছে না মোদি ম্যাজিক। বিজেপির বিকল্প হিসেবে যে দেশের মানুষ 'ইন্ডিয়া'কে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে এ যেন তারই বার্তা দিচ্ছে। তাই ২০২৪-এর ভোট মরশুম শুরুর আগে জি২০-র যাবতীয় কৃতিত্ব নিতে মোদি সরকার যতই মরিয়া বা তৎপর হয়ে উঠুক, বাস্তব কিন্তু অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। দিল্লিময় মোদির ফ্লেক্সে ও পদ্মফুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটিয়ে যতই এই সম্মেলনকে মোদির ভোট প্রচার মঞ্চে পরিণত করা হোক না কেন, গেরুয়াবাহিনী আঁচ পাচ্ছে হাওয়া ঘুরছে। ইন্ডিয়া জোট বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। মোদি জমানার দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে আম জনতা চাইছে পরিবর্তন

জন্মদিন

আজকের দিন

দূর্গা যশরাজ

১৯১২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ফিরোজ গান্ধির জন্মদিন।
১৯৭১ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দূর্গা যশরাজের জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট টিভি ও চলচ্চিত্রাভিনেতা পুনিত ইসারের জন্মদিন।

আজ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

বিভূতিভূষণের অপু ও রমাঁ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ্

স্বপনকুমার মণ্ডল

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপুর সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রতিতুলনার অবকাশ ছিল না। কেননা তখনও অপু চরিত্রটির স্পষ্টতা প্রতীয়মান হয়নি। শিশু থেকে কিশোর-উন্মুখ অপুতে পাঠকের নিজেকে মিলেয়ে নেওয়ার পরিসর তখন উচ্চকিত। শুধু তাই নয়, অপু-দুর্গার অমোঘ আকর্ষণই উপন্যাসের প্রাণভোমরার উড়ান প্রথম থেকেই সক্রিয় এবং তা ক্রমবর্ধমান মিথে পরিণত হয়। সেদিক থেকে অপুর পরিচয় বিভূতিভূষণই প্রথম মেলে ধরেন। দপ্তরী থেকে আসা কয়েকটি কপির একটি লেখকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন প্রকাশক সজনীকান্ত দাস। সেটি হাতে তুলে নিয়ে বিভূতিভূষণ পিতাকে স্মরণ করার পর 'অপু' নামে স্বাক্ষর করে সজনীকান্তকেই প্রীতি উপহার দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সজনীকান্তের 'রঞ্জন প্রকাশনালয়' থেকে তাঁর লেখা 'অজয়' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯২৯-এর ১৭ আগস্ট)। আর 'পথের পাঁচালী' বেরোয় মাসদেড়েক পরে ২ অক্টোবর। স্বাভাবিকভাবে সজনীকান্ত তাঁর স্বকীয় সত্তায় গড়ে তোলা অজয়ের সঙ্গে বিভূতিভূষণের অপুকে পরিচয় করিয়ে দেন একই ভাবে, 'অপুকে অজয়'-এর মাধ্যমে। কিন্তু অপুকে অজয় চিনলেও বাঙালির পাঠকমানসে তার পরিচয় তখনও দুর্গার ভাই। অবশ্য সে-পরিচয় বিভূতিভূষণের স্বোপার্জিত। অপুকে তিনি চিরশিশুর দোসর করেই গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই অপুতেই বাঙালিমানসে তাঁর লেখকসত্তার বনেদি ভূমিকা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্যদিকে বিভূতিভূষণের অপুর প্রতিতুলনায় বাংলা সাহিত্যে তো নয়, বিশ্বসাহিত্যেও তার দৃষ্টান্ত প্রতিস্থাপনে সেরকম কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনার অবকাশ সেসময় উঠে আসেনি। বরং তা নিয়ে ভ্রান্তিযোগের অবকাশ মিলেছে নানাভাবে। 'পথের পাঁচালী'তে মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি পড়ার জন্য সকলকে অনুরোধও করেছিলেন। অথচ তাঁর মূল্যায়নে বিরূপতাও উঠে এসেছে এবং তা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। ১৩৩৬-এর মাঘ সংখ্যায় 'উত্তরা'য় প্রসঙ্গক্রমে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন 'যেদিন বিভূতিবাবু Romain Rolland যে তাঁর আদর্শ এই কথাটি ভুলে যাবেন সেই দিন বাংলা সাহিত্যের শুভ দিন।... বিভূতিবাবুর নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা— তাই এই কথাটি বললাম।' অর্থাৎ উপন্যাসের তীব্র আবেদনের মধ্যেও ঔপন্যাসিকের স্বকীয় সত্তার অভাববোধে ধূর্জটিপ্রসাদ প্রশংসা শেষে বিভূতিভূষণের পক্ষে স্বস্তিকর হয়ে ওঠে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নোবেলজয়ী (১৯১৫) ফরাসি সাহিত্যিক রমাঁ রলাঁর (২৯.০১.১৮৬৬ - ৩০.১২.১৯৪৪) ভুবনজয়ী উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ্'-এর ছায়া স্বাভাবিক ভাবেই প্রাসঙ্গিকতা পায়। শুধু তাই নয়, উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে 'কল্লোল' পত্রিকায় অনুবাদিত হয়েছিল। সেখানে অপুর চরিত্র চিত্রণে জাঁ ক্রিস্তফারের প্রভাবের বিষয়টি প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসাটা অস্বাভাবিক নয় । অথচ তা একান্তভাবেই অমূলক। উপন্যাসদুটিতে লেখকদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের মধ্যেই তা স্পষ্ট। বিষয়টি একটু আলোকপাত করা জরুরি ।

কালিদাস নাগ 'কল্লোল'-এ রমাঁ রলাঁকে নিয়ে আলোকপাত করেন। 'রম্যাঁ রলাঁ' (মাঘ ১৩৩১) প্রবন্ধটি তার পরিচয়বাহক। সেখানে রলাঁর সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্তমান। তাঁর অমর সৃষ্টি 'জাঁ ক্রিস্তোফ্' বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তিনি ১৯১০-এ ৬ ডিসেম্বরে মহাকায় উপন্যাসটি রচনা সমাপ্ত করেন। ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯১২-এর অক্টোবর পর্যন্ত উপন্যাসটি দশ খণ্ডে লেখকের বন্ধু Charles Peguy-এর দ্বিমাসিক পত্রিকা Cashiers de le Quinzaine-এ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের মূল সুর সম্পর্কে কালিদাস নাগ রলাঁর ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন 'যাত্রা শেষ' (জাঁ ক্রিস্তোফ-এর শেষ পর্ব)! ইহার প্রথম অংশের মূল সুর প্রেম। দ্বিতীয় অংশের বিশ্বাস, তৃতীয় অংশের শান্তি অথবা আনন্দ। এই তিনটির সম্মিলনে হয়েছে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি;আমি যাকে বলি ছখন্দদ্র:।.' আবার কালিদাস নাগ তাঁর অপর প্রবন্ধ 'রলাঁ ও তরুণ বাংলা'('কল্লোল', পৌষ ১৩৩২)-য় রলাঁর মানসপুত্র দুরন্ত জাঁ ক্রিস্তফ্-এর মধ্যে আপাত-বিরোধী (একটি বিদ্রোহ, অন্যটি সমন্বয়) সত্তা বিষয়ে তার স্রষ্টার চিঠি তুলে ধরেছেন 'প্রথমটি সে অতি অল্প বয়সেই আবিষ্কার করিয়াছিল, দ্বিতীয়টি আসে বহুবর্ষ পরে গ্রাটসিয়ার নিকট হইতে।' অন্যদিকে রমাঁ রলাঁর সাহিত্যিক মননে যে Musical Romanc-এর অস্তিত্ব ছিল, তাই সময়ান্তরে 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে। সেখানে উক্ত বৈপরীত্য ঐক্যবোধে একাত্ম হয়ে ওঠে। 'রম্যাঁ রলাঁ'য় রমাঁর কথায় তা ব্যক্ত হয়েছে 'তার প্রাণ হচ্ছে একটি বিরাট ভাব, একটি নিবিড় অনুভূতি এবং সেই হবে তার মূল সুর, যা থেকে নানা রাগিণী ঢেউ উঠবে, মিলিয়ে যাবে, কখনও আবার সংঘাতের মধ্য দিয়েই এক সুর-সঙ্গতির (hermony) সৃষ্টি করবে। এই বিরাট অনুভূতি একই কালে হলে সেই লেখার উপাদান এবং প্রাণ। আপাতবিরোধ থাকলেও এ দুটি জিনিস একই মহান অভিব্যক্তি ও শিল্পের সুসঙ্গত প্রকাশ।' সেদিক থেকে তার অনন্য নিদর্শন রমাঁই তাঁর 'জা ক্রিস্তফ্'-এ তুলে ধরেছেন। সেখানে সমন্বয়িক চেতনায় সাঙ্গীতিক প্রকৃতিতে গতিময় জীবনের পূর্ণতাবোধের পরিচয় বর্তমান। ১৯১৬-এর ডায়েরিতে রলাঁ লিখেছেন 'রাগিণীর মধ্যে প্রত্যেক স্বরের (note) যেমন স্থান আছে, অথচ শুধু তার মধ্যেই তার অবাধ্য থাকা চলে না, স্বর থেকে সুরে আসতে হয়, তেমনি জীবনের ইতিহাসে প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা থাকলেও পরিপূর্ণতার দিকে যে গতি তাই দিয়েই তার বিচার করতে হবে। এই গতির ছন্দ, নৃত্য ও রূপকে ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর যথার্থ কাজ।' গতিময় জীবনের কথায় রলাঁর সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রাসঙ্গিকতা স্মরণীয়। অবশ্য সেখানে মিলের চয়ে গড়মিলের প্রভাবই সক্রিয়। বিভূতিভূষণ জীবনে গতির ভূমিকায় গতিকেই জীবনের আধার করে তুলেছেন। তাঁর সেই স্মরণীয় উক্তি, 'গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু।' অন্যদিকে সেই গতিময় জীবনের রূপায়ণে দুজন মহৎ সাহিত্যিকের সৃষ্টিনৈপুণ্যে পথরেখার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ মিল থাকলেও তার মতাদর্শ তাঁদের ভিন্ন পথে স্বতন্ত্র পথিকের আভিজাত্যে অভিষিক্ত করেছে। সেই স্বাতেন্ত্র্যর আলোচনায় উপনীত হওয়ার জন্য প্রথমে মিলের বনেদিয়ানার বিষয়টি ফিরে দেখা প্রয়োজন। কেননা তাহলে বিভূতিভূষণের অপুর পরিচয়টি অপূর্ব কেন, তার হদিশ মেলানো অনেকটাই সহজসাধ্য হয়ে উঠবে ।

রমাঁ তাঁর স্বকীয় অস্তিত্বেই 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর পরিচয়কে প্রকাশের সদর দরজায় নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে বিভূতিভূষণের সত্তায় তাঁর উপন্যাসদুটির বনেদিয়ানা বর্তমান। দশ খণ্ডে বিভক্ত 'গদ্য মহাকাব্য'টি কীভাবে অঙ্কুর থেকে মহীরূহ হয়ে উঠেছিল, সে-সম্পর্কে কৌতূহলী কালিদাস নাগ স্বাভাবিক ভাবেই সতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। তার পরিচয় 'রম্যা রলাঁ'য় বর্তমান। কালিদাসের কৌতূহলী প্রশ্নের ('জা ক্রিসতোফ'-এর অঙ্কুর কি করে আপনার মনে বিকশিত হয়?') উত্তরে রমাঁ জানিয়েছেন 'যেমন করে সমস্ত জিনিষ জন্ম নেয়। এ আমার সমস্ত প্রাণের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে।' অন্যদিকে বিভূতিভূষণও অমর সৃষ্টির নেপথ্যে তাঁর দীর্ঘদিনের মানসযাপন প্রকৃতিকে অকপটে ব্যক্ত করেছেন। 'পথের পাঁচালী'র পরে 'অপরাজিত' (১৯৩২) লেখা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সুদীর্ঘ নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে সেই সৃষ্টির রূপায়ণে। যামিনীকান্ত সোমকে লেখা চিঠিতে বিভূতিভূষণ জানিয়েছেন 'উনিশশ' চব্বিশ সালের পুজোর সময়টা থেকে এই বইটার কথা ভেবেছি। আর উনিশ শ' বত্রিশের মার্চ পর্যন্ত এমন একটা দিনও যায়নি যখন আমি এই বইটার কথা না ভেবেছি।' সেই মার্চ-এর ১০ তারিখে 'অপরাজিত'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। শেষ ফর্মা প্রুফ দেখার পর বিভূতিভূষণ ডায়েরিতে ('তৃণাঙ্কুর') লেখেন 'অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বছর বয়স পর্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেছি। তাকে ছাড়তে সত্যিকার বেদনা অনুভব করছি; তবে সে ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো, সেজনো বেশী কষ্ট হচ্ছে বিদায় দিতে।' অথচ সেই কষ্টের মধ্যে মধুসূদনীয় যন্ত্রণা নেই। প্রিয় নায়ক মেঘনাদের সঙ্গে একাত্মতাবোধে তাঁকে হত্যা করার কথায় মধুসুদনকে চোখের জল অনেক ফেলতে হয়েছিল। সেখানে অপুর প্রতি বাড়তি মনোযোগ আকর্ষণের বিষয়টি বিভূতিভূষণের পক্ষে স্বাভাবিক হয়েও তা তাঁর সৃষ্টিশীলতায় আত্মগোপন করেছে। তাঁর মানসপ্রতিভূর মাধ্যমে যেভাবে তিনি আপন কথা যাপন করেছেন মনোহারী আত্মীয়তায়, তা স্বকীয় সত্তার সঙ্গে অন্বিত। সেকথা তিনি 'স্মৃতির রেখা'য় স্পষ্টও করেছেন, 'বর্ণিত নায়ক নায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য; দীর্ঘ জীবনের সকল সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।' সেদিক থেকে দুই স্রষ্টার দুই অপূর্ব সৃষ্টির আধারের স্বকীয়তা মোটামুটি এক। শুধু তাই নয়, সেখানে শৈশবের আনন্দনিকেতনকেও জাঁ ক্রিস্তফ ও অপুর মানসকল্পনায় চিরশিশুর সবুজ প্রকৃতি একাত্ম হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণের আগে রমাঁ রলাঁর তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর মধ্যে যেভাবে চিরন্তন শিশুমনের পরিচয়কে আবেদনক্ষম করে তুলেছেন, তা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিতুলনার অবকাশকে হাতছানি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে 'পথের পাঁচালী'র ভ্রূণাকার থেকে পরিবর্ধিত হওয়ার পরিসরে 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর অনুবাদ 'কল্লোল'-এর পাতায় সবুজ হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, ইংরেজিতে ১৯১১ এবং পরে ১৯১৩-তে তা অনুবাদিত হয়েছিল।

কল্লোলীয় পরিসরে বিদেশি সাহিত্যচর্চার প্রকট হাতছানিতে রমাঁ রলাঁর সঙ্গে তাঁর অমর সৃষ্টি 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর আবেদন তীব্রতা লাভ করে। এজন্য প্রথমে কালিনাস নাগ ও তাঁর ভাই গোকুল নাগের অনুবাদ প্রকাশের ('কল্লোল'-এর ১৩৩১-এর ফাল্গুন সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে) পরিসরে আকস্মিক ভাবে ভ্রাতৃবিয়োগেও প্রথমজনের অনুবাদকর্মটি স্তিমিত হয়ে পড়েনি। শান্তা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে সেই অনুবাদপ্রয়াস পুনরায় ১৩৩২-এর মাঘ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে ধারাবাহিকটি অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং বছর চারেক পরে (১৩৩৪-এর অগ্রহায়ণ পর্যন্ত) অসমাপ্ত থেকে যায়। পরবর্তীতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর প্রথম খণ্ড 'ঊষার আলো' শিরোনামে অনুবাদ করেছেন। সেই 'ঊষার আলো'-তেই জাঁ ক্রিস্তফের শৈশবের পরিচয়ে বিভূতিভূষণের অপুর চিরশিশুর সবুজ হাতছানি নিবিড়তা লাভ করেছে। সেখানে 'পথের পাঁচালী'র বারতিনেক সংস্কারসাধনের ফলে অপু চরিত্রের নির্মাণ প্রকৌশলের মধ্যে জাঁ ক্রিস্তফের ছায়া সুনিবিড় হয়ে উঠেছে।

আগামীকাল শেষাংশ

কেবল ভারত নয়, জি-২০তে বড় লাভ বাংলাদেশেরও

অশোক সেনগুপ্ত

জি-২০ সম্মেলন একটি বৈশ্বিক মহাসম্মেলন। এবার অনুষ্ঠিত হল ১৮তম জি-২০ সম্মেলন। সম্মেলনটি হয়েছে একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। আয়োজক দেশ হিসেবে জি-২০ সম্মেলনকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়েছে ভারত।

অনেকে অনুমান করছেন, নানা বিষয়ের মধ্যে এই বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের সামান্য উন্নয়ন হবে। বিশেষ করে শেখ হাসিনা, তাঁর কন্যা পুতুল ও জো বাইডেনের বেসরকারিকথা ও একত্রে তোলা সহাস্য ছবি সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এবং সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য ড. দেলোয়ার হোসেনের কথায়, 'ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ তার সঙ্গে জি-২০ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের অংশগ্রহণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো-বাইডেনের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের মধ্যে সামাজিক সৌজন্যতার প্রকাশ এবং আন্তরিকতার সাথে কথা বলা, এগুলো অসাধারণ বিষয়। অন্যান্য দেশের নেতাদের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। অতএব, এবারের জি-টুয়েন্টি সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণটা একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য স্মারক।'

ভারত তাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি দিয়ে এই সম্মেলনটি করেছে। এক বছর আগে থেকে এই সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়েছে তারা। এই সম্মেলন উপলক্ষে ভারতের ৫০টি শহরে প্রায় ২০০টি সভা করেছে দেশটির সরকার। যদিও বিরোধীদের একাংশ যথারীতি সমালোচনায় মুখর হয়েছে। তাদের অভিযোগ, প্রস্তুতির শুরু থেকে ধরলে এই সম্মেলনে খরচ হয়েছে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। ভারতের মত গরিব দেশে এটা নিতান্তই অপব্যয়। শেষ দিন বৃষ্টিতে অনুষ্ঠানস্থলে মণ্ডপের সামনে জল জমে যাওয়ায় উদ্যোক্তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে বলেও দাবি করেন তাঁরা। অন্যদিকে, সরকারের তরফে এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

যাই হোক, এই সম্মেলনে উদ্যোক্তা দেশ ভারতের পর সবচেয়ে বেশি খুশি হওরা উচিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। কারণ, চলতি বছর একেবারে শেষদিকে ওদেশের নির্বাচন। বিরোধী বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিএনপি)-র তরফে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে গায়ের জোরে ভোটে জিতছে আওয়ামি দল।

মুস্কিল আসানের জন্য ওই দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধরেছিলেন।

মার্কিন প্রশাসন বিএনপি-র অনুরোধ মেনে বাংলাদেশ সরকারকে বলে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনা করতে।

শেখ হাসিনা কড়াভাবে তার প্রতিবাদ করেন। এর পরেই শুরু হয়ে যায় বৃহত্তর রাজনীতির খেলা। চিন ও ভারত নিজেদের স্বার্থেই আশ্বস্ত করে বাংলাদেশকে। আওয়ামি লিগের এক প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লিতে এসে দেখা করে বিজেপি-র কিছু শীর্ষনেতার সঙ্গে। সবার কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে অনেকটাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন শেখ হাসিনা।

সূত্রের খবর, তা সত্বেও কিছু অস্বস্তি ছিল শেখ হাসিনার মনে। কারণ, বাংলাদেশে মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা;মূলত এগুলোর জন্য আমজনতার একটা বড় অংশ শাসক দলের ওপর খুব অখুশি। সেখানে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আওয়ামি লিগ কোনওভাবে মেনে নিতে চাইবে না। জি ২০-তে এসে সকন্যা শেখ হাসিনা সে ব্যাপারে আশ্বাসটা যেন আরও ভালভাবে ঝালাই করে গেলেন।

সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটা সম্ভবত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে শেখ হাসিনার তোলা সহাস্য ছবি। শুক্রবারই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল পুতুলের আলাপ করিয়ে দেন।শনিবার সকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেখা হয়। শুধু দেখাই হল না, প্রাণ খুলে হেসে দু'জনে কিছুক্ষণ কথা বললেন। পাশাপাশি একসঙ্গে ছবিও তোলেন বাইডেন-হাসিনা ও পুতুল।

সম্মেলনের আগে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক জি-টুয়েন্টি সম্মেলনের আলোচ্য সূচির সাথে এসব দেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অন্যদিকে, চীন এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুপস্থিতিতে জি-টুয়েন্টির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনার যৌথ ঘোষণা একটি বড় কূটনৈতিক অর্জন।

জি-২০ সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, সম্মেলনের আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, এটা বাংলাদেশের জন্য একটি অবিস্মরণীয় কূটনৈতিক অর্জন। একই সঙ্গে একটি বড় ফোরামে বাংলাদেশ নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভারতের সঙ্গে তিনটি সমঝোতা স্মারক এবং ভারতের সঙ্গে আমাদের কানেক্টিভিটির কিছু প্রজেক্ট উদ্বোধন করা হয়েছে।

আলোচনার মধ্যেও আমরা দেখেছি, দুই দেশের কানেক্টিভিটির জায়গাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাণিজ্যসহ রোহিঙ্গা ইস্যু এবং অন্যান্য ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে। দুই প্রধানমন্ত্রী একান্তে কথা বলেছেন, সেখানে ভূ-রাজনৈতিক ও দ্বিপাক্ষিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক ডঃ দেওয়ার হোসেনের মতে, তএই মুহূর্তে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশই পরাশক্তিগুলো চাপের মধ্যে রয়েছে। অনেক কৌশলের সঙ্গে সেই চাপগুলোকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই জায়গায় বাংলাদেশ আরও বেশি দর কষাকষি সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশ যে ইন্দোপ্যাসিফিক মতামত ঘোষণা করেছে তার কিছু বিষয়ও জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন এবং ভারত যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ ঘোষণায় আমরা দেখতে পেয়েছি। ইন্দোপ্যাসিফিক নিয়ে বাংলাদেশ যা বলেছে অন্যরাও সেই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন সেটা ছিল সমগ্র বিশ্বের সামনে একটি রূপরেখা। জি-টুয়েন্টির মূল উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে সেখানে বেশ কয়েকটি বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো- জাতিসংঘের স্থায়ী লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জাতিসংঘের স্থায়ী লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন না করলে জি-২০ এর মূল লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়িত হবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জি-টুয়েন্টির মূল লক্ষ্যগুলোর সাথে জাতিসংঘের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যকে একত্র করেছেন এবং এই লক্ষ্য অনুযায়ী সুপারিশ করেছেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণে যে সমস্ত দেশগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের সহযোগিতা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয় বরং উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্যই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিভিন্ন দাবিতে দুর্গাপুর সরকারি কলেজে বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বিভিন্ন অভিযোগে সোমবার দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ। কলেজের সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বরা। তাঁদের অভিযোগ, কলেজে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সময় মতো আসেন না, যার ফলে নিয়মিত ক্লাস থেকে বঞ্চিত হন ছাত্রছাত্রীরা। এমনকি অভিযোগ, কলেজে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিয়মিত ক্লাস করান। বেশিরভাগ শিক্ষক শিক্ষিকারা দীর্ঘদিন ধরে কলেজে আসছেন না। যার ফলে একটা সময় দুর্গাপুর সরকারি বিদ্যালয় যে সুনামের সঙ্গে পঠন-পাঠন হত তার অনেকাংশই ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ। গুরুতর আরও অভিযোগ, কলেজে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত নেই, পাশাপাশি কলেজে একটি মাত্র ক্যান্টিন, সেটিও দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এই সকল অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাক্ষরিত এক দাবিপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষকে তুলে দেওয়া হয়। অবিলম্বে এই সকল বিষয়গুলির সুরাহা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে জানায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব।

লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ওড়িশা পুলিশের জালে গ্রেপ্তার এক প্রতারক। লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগে

রবিবার রাতে প্রতারণা চক্রের অন্যতম এক পান্ডা গ্রেপ্তার করল ওড়িশার সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শঙ্কর সরকার, বনগাঁর বাসিন্দা সে। পুলিশের সূত্রে জানা গিয়েছে, যে কয়েক মাস ধরে ওড়িশা এলাকায় ক্রেডিট কার্ডের সমস্যার সমাধান করার নাম করে একটি প্রতারণা চক্র চলছিল। এই নিয়ে মোট ৬০ লক্ষ টাকার প্রতারণা হয়েছে। অভিযোগে ওড়িশা পুলিশ সেখান থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তার কাছ থেকে জেরা করে বনগাঁর বাসিন্দা শঙ্কর সরকারের নাম জানতে পারে এবং রবিবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে ওড়িশা নিয়ে গিয়ে তদন্তের জন্য বনগাঁ মহকুমা আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

মেদিনীপুরে বৃহৎ রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন মেদিনীপুর: মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও তপতী পাবলিশার্সের যৌথ উদ্যোগে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে একটি বৃহৎ রক্তদান শিবির সহ অন্যান্য সমাজ সেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন কুইজ কেন্দ্রের সভাপতি তথা তপতী পাবলিশার্সের কর্ণাধার ড. রিংকু চক্রবর্তীর জন্মদিন ছিল। রক্তদান শিবিরে মোট ২৫১ জন রক্তদান করেন। দন্ত পরীক্ষা শিবিরে দাঁত পরীক্ষা করান ৬২ জন। পঞ্চাশ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র এবং বেশ কিছু পড়ুয়ার হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়। ২০০ জনকে দেওয়া হয় চারাগাছ। এদিন ক্যানসার রোগীদের জন্য একজন মহিলা চুল দান করেন। অনুষ্ঠানে একটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক কেম্পাহোনাইয়া সহ পুরপ্রধান সৌমেন খান, অধ্যাপক সত্যরঞ্জন ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যাপিকা অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, কুইজ কেন্দ্রের সম্পাদক সুজন বেরা। রক্ত সংগ্রহ করেন ঝাড়গ্রাম ব্লাড ব্যাংক ও মেদিনীপুর ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

জঙ্গল থেকে এক শিক্ষকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

শেয়ার বাজারে টাকা লাগিয়ে সর্বস্বান্ত, ঋণগ্রস্ত হওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রবিবার রাত আটটা নাগাদ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা নতুন বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সোমবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। মৃতের নাম দয়াল চন্দ্র মালিক। তাঁর বাড়ি কালনা পুরসভার কাসারিপাড়ায়। তিনি পেশায় শিক্ষক ছিলেন। তিনি গত ৭ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। শিক্ষকের পরিবার থেকে কালনা থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শেয়ার বাজারে টাকা লাগিয়ে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন দয়াল চন্দ্র মালিক নামের পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের পারুলডাঙা নসরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক। শেয়ার বাজারে টাকা লাগিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এলাকায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার ফলে অকালে প্রাণ গেল ওই শিক্ষকের। মৃত শিক্ষকের স্ত্রী সোমা মাইতি মালিক জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী বাজারে প্রচুর ঋণ নিয়ে ফেলেছিলেন। পাওনাদাররা তাঁর বাড়িতে মাঝেমধ্যেই আসতেন টাকা চাইতে। পাওনাদাররা বাড়িতে এসে যাচ্ছেতাই ভাবে প্রতিদিন অপমান করতেন। সেই অপমানের হাত থেকে বাঁচতেই গত ৭ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে তিনি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তারপরে রবিবার রাত আটটা নাগাদ স্বামীর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পাওনাদারদের মানসিক অত্যাচারেই আমার স্বামীর প্রাণ চলে গেল।

ওই শিক্ষকের এক সঙ্গী নৌসার আলি মণ্ডল জানিয়েছেন, উনি শেয়ার বাজারের টাকা লাগিয়ে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আগেও একবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে পরিবারের কথা ভেবে তিনি ফিরে এসেছিলেন কিন্তু এবার তিনি আর ফিরলেন না। কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, ঋণের দায়ে একজন শিক্ষক বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে ঘর ছাড়া হওয়ার পর এবার ঋণের দায়ে প্রাণ গেল আর এক শিক্ষকের।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে হাজির বিরোধী গোষ্ঠী, চাঁচলে শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের প্রচারে বিরোধীরা হাজির হওয়ার রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে মালদার চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরে। ক্যাম্পে গড়হাজির তৃণমূল সদস্যরা বলে অভিযোগ উঠেছে। এবারে ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। একদিকে যেমন বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোট হয়েছে। এখানে তার উল্টো ছবি। তৃণমূল বিরোধী তিন রাজনৈতিক দল বিজেপি, সিপিআইএম এবং কংগ্রেস নিজেদের মধ্যে জোট করে তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে। বিরোধী জোটের পঞ্চায়েতের কাজ শুরু হওয়ার পর সোমবার সপ্তম দুয়ারে সরকার শিবির শুরু হয়েছে তুলসিহাটায়। এদিন তুলসিহাটা কৃষক বাজারে চলছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। সেখানেই দেখা গেল মানুষের লম্বা লাইন। এলাকার মহিলা থেকে শুরু করে কৃষক শ্রমিক সকলে এসেছেন দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে। তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

প্রকল্পের সুযোগ পাওয়ার আশায় ভিড় জমিয়েছেন ক্যাম্পে। বিজেপি, কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি, এতদিন সাধারণ মানুষ সঠিক ভাবে প্রকল্পের সুবিধা পায়নি। যারা যোগ্য তারা পেত না। যারা কাটমানি দিত তারা পেয়ে যেত। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়েও ব্যাপক দুর্নীতি করেছিল তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত। এখন আর সেই দুর্নীতি হবে না। প্রত্যেকটা মানুষ সঠিকভাবে সুযোগ-সুবিধা পাবে। তাই মানুষের এত উৎসাহ এবং সাড়া। যদিও পাল্টা তৃণমূলের দাবি, দুয়ারে সরকার ক্যাম্প মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে হচ্ছে যাতে সকল মানুষের সুবিধা হয়। ৩৪ বছরের বাম আমলে তো সেটা হয়নি। তাই বিরোধীদের মুখে এই সব কথা মানায় না।

হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল দলের বিধায়ক তথা রাজ্যের বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন জানিয়েছেন, বাম-রাম সবই এক। ওরা মানুষের সামনে একে অপরের বিরুদ্ধে যতই বিরোধিতা করুক না কেন, এখন একজোট হয়ে রাজনৈতিক কৌশল শুরু করেছে। তবে মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরু করেছেন। বাংলায় বাম, কংগ্রেস ক্ষমতায় থেকে উন্নয়নের কথা ভাবেনি। আর কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আমলে ক্রমশ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসলে তৃণমূলের উন্নয়ন দেখে বিরোধীরা এখন কোনও ইস্যু খুঁজে না পেয়ে এই ক্যাম্পকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে।

উত্তর মালদার বিজেপি দলের সাংসদ খগেন মুর্মুর পাল্টা অভিযোগ, এবারে উত্তর মালদায় ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েতে ধরাশায়ী হয়েছে তৃণমূল। এখন মানুষ বিজেপিকে চাইছে। তাই তৃণমূলিরা নেই, আমরা আছি।

বিধায়কের বিরুদ্ধে স্লোগান তৃণমূলের একটি অংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রীতিমতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আন্দোলন করে দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন গলসি ১ নম্বর ব্লকের পারাজ অঞ্চল তৃণমূলের একটি অংশ। পাশাপাশি টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির পদে দলের কর্মীর নাম পরিবর্তনের অভিযোগও তুলেছেন তৃণমূল কর্মীরা। আর এতেই আবার তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলপ্রকাশ্যে এল বলে দাবি।

এমনকি গলসি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নব নির্বাচিত সহ সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণের দাবি জানান আন্দোলনকারীরা এবং দলীয় নির্দেশ মেনে দোলন দত্তকে সহ সভাপতি করার দাবি জানানো হয়। 'বিডিও অফিস নয়, পিডিও অফিস' অর্থাৎ পকেট ডেভলপমেন্ট অফিস। এমন ভাবেই ব্যঙ্গ করে সাত-আটটি চিঠি পাঠানো হল পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে, যা কার্যত আলোড়ন ফেলেছে এলাকায়। গলসি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির মারফত ওই চিঠি পাঠিয়েছেন এলাকার মানুষ। এরপর সেই অভিযোগপত্র নিয়ে সোচ্চার তৃণমূল কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি গঠনে সভাপতি ও সহসভাপতি পদে নাম আসে আলপনা বাগদি ও দোলন দত্তর। সভাপতির নাম ঠিক থাকলেও সহসভাপতি করা হয় পূর্বের সহসভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায়কে। বিষয়টি নিয়ে এলাকার সাত-আটটি অঞ্চল থেকে জেলা তৃণমূল সভাপতিকে লিখিত আবেদন করে জানিয়েছেন বহু মানুষ। যেখানে গলসি ১ নং ব্লকের বিডিও দেবলীনা দাসকেও নিশানা করা হয়েছে। তাছাড়াও অভিযোগ লেখা হয় আগে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অনুপ চ্যাটার্জী সহসভাপতি থাকাকালীন বিডিও অফিসকে পিডিও অর্থাৎ পকেট ডেভলপমেন্ট অফিসে পরিণত করেছে বলে ব্যঙ্গ করা হয়।

গলসি এক নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জনার্ধন চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, বিষয়টি জানতে পেরেছেন। দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ গিয়েছে তারা যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই সবাইকে মানতে হবে। এমন ঘটনার জেরে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক শিবির।

কৃষ্ণনগর পৌরসভা
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
দূরভাষ : ০৩৪৭২ - ২৫২৯২৬

বিজ্ঞপ্তি

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহরী অধীনে নির্মিত গৃহ নির্মান প্রকল্পের (২০১৮ - ২০১৯) অর্থবর্ষের সামাজিক নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই প্রক্রিয়ায় যোগদান করে এই প্রকল্পের সুষ্ঠ রূপায়নে সহযোগিতা করার জন্য।

ধন্যবাদান্তে
পৌরপ্রধান,
কৃষ্ণনগর পৌরসভা

দলিল হারানো

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি শ্রী অনিল কুমার ঘোষ পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ চরণ ঘোষ, বয়স ৬৬ বছর, সাকিন- ৯ শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পো-নবগ্রাম, জেলা-হুগলি, থানা- উত্তরপাড়া, পিন - ৭১২২৪৬, দলিল নং ০৪৫১৮ তাং. ০৫.১০.২০২৩, সংশ্লিষ্ট জমি মৌজা-নোয়াপাড়া, জেএল নং-১, এলআর দাগ নং ৩৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৭২৬, জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক সম্পর্কিত হারিয়ে ফেলেছি।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কানাইপুর বিট হাউস তাং ০৮.০৯.২০২৩ তারিখে উল্লেখ্য রেফা নং ১৭৬ তাং ০৮.০৯.২০২৩ হারানো বিষয়ে দাখিল করেছি।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ঠিকানা বা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে।

শ্রী অনিল কুমার ঘোষ
তারিখ : ১১.০৯.২০২৩ মোবাইল নং ৯৩৩৯৭১৬৪১৭
স্থান : নবগ্রাম, কানাইপুর, হুগলি

জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : এন-৫২৭, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড,কলকাতা- ৭০০০০১,
যোগাযোগ : ৯১ ৯৮৩৬৯৪৩০৬৭,
ই-মেল : NEELJANAI@GMAIL.COM, IP.SANTANU@GAMIL.COM

ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা কর্তৃক ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের নির্দেশ বলে এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা)-দেউলিয়াগ্রস্ত লিকুইডেটর কর্তৃক নির্ধারিত দেউলিয়াগ্রস্ত এস্টেট ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে বিক্রি করা হবে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি ''যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' এবং কোনও ওয়ারেন্টি এবং ইনডেমনিটিস ব্যতীত বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়া ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা রাইট২ভোট ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড- নিলাম মাধ্যমে ওয়েবসাইট : https://Right2Vote.in ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে।

১	নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বেলা ১ টা থেকে বেলা ২ টা অসীমায়িত ''৫ মিনিটের'' সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলামের শেষ সময় ৫ মিনিটের প্রতিটি ডাক নিলাম শেষ হওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে ।
২	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	আইএনআর ৩.৮৫ কোটি টাকা
৩	সাইট পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করতে হবে	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৪	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়:	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বিকেল ৫ টার পূর্বে
৫	উপযুক্রতার যোগ্যতাবলি এবং অন্যান্য বিস্তারিত :	নিময় এবং শর্তাদির নথি পাওয়া যাবে আগ্রহ প্রকাশক ডাক ই-মেল : ip.santanu@gmail.com মাধ্যমে দাখিলের পরই পাওয়া যাবে।

আগ্রহী ডাকদাতাগণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিল এবং অংশগ্রহণ মেল মাধ্যমে প্রক্রিয়া সহ সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করে সম্মত্তির ভিত্তিতে এবং আরও বিস্তারিত জানতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
শান্তনু ভট্টাচার্য
লিকুইডেটর
জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০৯.২০২৩ রেজি. নং : - আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০১১৪১/২০১৮-১৯/১১৮৬৮

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/55/2022 08.09.2023
পিএনবি বনাম মেসার্স সালাউদ্দিন শেখ
প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স সালাউদ্দিন শেখ, বাণীপুর, ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১২২
(সিডি ২) সালাউদ্দিন শেখ,
বাণীপুর, ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১২২
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/11166/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **২২৩৫১২০ টাকা (বাইশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার একশো কুড়ি টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১১.৫০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৭.০৩.২০১০** থেকে সমুদয় শুল্ক **২৫০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৫.০৯.২০২৩** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৮.০৯.২০২৩
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/5/2023 08.09.2023
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
প্রগতি ক্লথস প্রা. লি. এবং অন্যান্য
প্রতি
(সিডি ১) প্রগতি ক্লথস প্রা. লি. এবং অন্যান্য
৮/১ ডি গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, উল্টোডাঙ্গা কলকাতা- ৭০০০৬৭ এবং প্রশাসনিক অধিকরণ ১০, চৌরঙ্গি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৬
(সিডি ২) শ্রী যোগেশ মোদি,
৮/১ডি গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, উল্টোডাঙ্গা কলকাতা- ৭০০০৬৭ এবং প্রশাসনিক অধিকরণ ১০, চৌরঙ্গি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৬
(সিডি ৩) শ্রী রামঅবতার মোদি
৮/১ডি গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, উল্টোডাঙ্গা কলকাতা- ৭০০০৬৭ এবং প্রশাসনিক অধিকরণ ১০, চৌরঙ্গি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৬
(সিডি ৪) শ্রী শান্তনু সেন
৮/১ডি গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, উল্টোডাঙ্গা কলকাতা- ৭০০০৬৭ এবং প্রশাসনিক অধিকরণ ১০, চৌরঙ্গি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৬
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/815/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৪১৫৩৫৪২.৫৮ টাকা (একচল্লিশ লাখ তিপান্ন হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং আটান্ন পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৩.২৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৯.০৭.২০১১** থেকে সমুদয় শুল্ক **৪৪০০০ (চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১২.০৯.২০২৩** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৮.০৯.২০২৩
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

আইপ্রো ক্যাপিটাল লি.
CIN : U51491WB1947PLC061685
বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল: ipro.capital@gmail.com, ফোন নম্বর (০৩৩) ৪০৮২ ৩৭০০/২২২০ ০৬০০
ওয়েবসাইট: iprocapital.in

বিজ্ঞপ্তি
(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য)

বিষয় : বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তর

এই নোটিশটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) এর বিধান অনুসারে দেওয়া হয়েছে যা বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ এবং এর সংশোধনীগুলির সাথে একসাথে পড়া হয়েছে।
বিধিগুলি, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের ('অথরিটি') ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে সমস্ত শেয়ার স্থানান্তরের বিধান রয়েছে যার ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে লভ্যাংশ দাবি করেনি। উল্লিখিত বিধিগুলিতে নির্ধারিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে, কোম্পানি তাদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ করেছে, যারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২০১৫-১৬ এর পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য তাদের লভ্যাংশ দাবি করেনি।
কোম্পানি iprocapital.in-এ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি/ক্লায়েন্ট আইডি এবং ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা সহ বিশদ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে লভ্যাংশের বিশদ বিবরণ যাচাই করতে ওয়েবসাইটটি দেখুন এবং ইক্যুইটি শেয়ারগুলি কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে।
সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, প্রকৃত আকারে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করে এবং যাদের ইক্যুইটি শেয়ারগুলি কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য দায়ী, তারা মনে রাখতে পারেন যে কোম্পানি ধারণ করা মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) ইস্যু করবে। তাদের দ্বারা বিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে এবং এই জাতীয় ইস্যুতে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং আলোচনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যাদের ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে ধারণ করে এবং যাদের ইক্যুইটি শেয়ারগুলি কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করার জন্য দায়ী, তারা মনে রাখবেন যে কোম্পানি ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের অনুকূলে শেয়ার হস্তান্তরের জন্য কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে ডিপোজিটরিকে অবহিত করবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও অবগত হন কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদগুলি বিবেচনা করা উচিত এবং ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির দ্বারা নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ বলে গণ্য করা হবে। কর্তৃপক্ষের শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে দাবি না করা লভ্যাংশ এবং কর্তৃপক্ষের আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ/ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত শেয়ার উভয়ই এই ধরনের শেয়ারের উপর জমা হওয়া সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে, তাদের দ্বারা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুনরায় দাবি করতে পারে সংশ্লিষ্ট রুল অধীন।
যদি কোম্পানি ৩১.১০.২০২৩ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো বৈধ দাবি না পায় তবে কোম্পানি নিয়মে নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার জন্য, কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ারগুলি হস্তান্তর করবে।
শেয়ারহোল্ডারদের যদি বিষয়বস্তু এবং নিয়ম সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন/ব্যাখ্যা থাকে, তাহলে তারা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে বা মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা. লি. সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১, টেলিফোন +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮/২২৪৩ ৫০২৯; ফ্যাক্স +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৪৭৮৭; ই-মেইল mdpldc@yahoo.com।

আইপ্রো ক্যাপিটাল লিমিটেড'এর পক্ষে
ইউ সি জৈন
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮-০৯-২০২৩ **ডিন : ০০০০৮৯৮০**

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
খড়গপুর শাখা
৪১৮/১, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০৪
KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫.০৬.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স বাসু মেডিকেল হল (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : প্রসেনজিৎ দাস,** ওয়ার্ড নং ১৪,৬৭২/৪৭০, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর, খাসজঙ্গল, খড়গপুর-৭২১৩০৪ ২) **শ্রী বাসুদেব দাস, (জামিনদাতা)** ওয়ার্ড নং ১৪, ৬৭২/৪৭০, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর, খাসজঙ্গল, খড়গপুর-৭২১৩০৪ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **২,২৮,০৯৯.২৬ টাকা (দুই লাখ আঠাশ হাজার নিরানব্বই টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **২,২৮,০৯৯.২৬ টাকা (দুই লাখ আঠাশ হাজার নিরানব্বই টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	
জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- পুরসভা-খড়গপুর,থানা-খড়গপুর (টাউন), মৌজা-নং ০১, দেওয়ানমারো, জেএল নং -৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৭/১, আরএস প্লট নং -১২৩,এলআর প্লট নং ৪৭৭, জমির এরিয়া ০৩ (তিন) ডেসিমেল, অনুযায়ীসম্পত্তি শ্রী বাসুদেব দাস এর নামে সমুদয় সম্পত্তি এবং চৌহদ্দি :	
উত্তরে : হরি পদ চালক	দক্ষিণে : দিপু শী
পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া রোড এবং সুকুমার জানা	পশ্চিমে : খান্দি চালক সমন্বিত।

স্থান: খড়গপুর
তারিখ : ০৭.০৯.২০২৩
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
খড়গপুর শাখা
৪১৮/১, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০৪
KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫.০৬.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স বাসু মেডিকেল হল (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : প্রসেনজিৎ দাস (জামিনদাতা),** ওয়ার্ড নং ১৪,৬৭২/৪৭০, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর, খাসজঙ্গল, খড়গপুর-৭২১৩০৪ ২) **শ্রী বাসুদেব দাস,** ওয়ার্ড নং ১৪, ৬৭২/৪৭০, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর, খাসজঙ্গল, খড়গপুর-৭২১৩০৪ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১৬,১১,৭৬০.০০ টাকা (ষোলো লাখ এগারো হাজার সাতশো ষাট টাকা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১৬,১১,৭৬০.০০ টাকা (ষোলো লাখ এগারো হাজার সাতশো ষাট টাকা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	
জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- পুরসভা-খড়গপুর,থানা-খড়গপুর (টাউন), মৌজা-নং ০১, দেওয়ানমারো, জেএল নং -৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৭/১, আরএস প্লট নং -১২৩,এলআর প্লট নং ৪৭৭, জমির এরিয়া ০৩ (তিন) ডেসিমেল, অনুযায়ীসম্পত্তি শ্রী বাসুদেব দাস এর নামে সমুদয় সম্পত্তি এবং চৌহদ্দি :	
উত্তরে : হরি পদ চালক	দক্ষিণে : দিপু শী
পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া রোড এবং সুকুমার জানা	পশ্চিমে : খান্দি চালক সমন্বিত।

স্থান: খড়গপুর
তারিখ : ০৭.০৯.২০২৩
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১৩.১০.২০২৩** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৩.১০.২০২৩
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : ত্রিশূল প্রতাপ সিং, পিতা বিজয় প্রতাপ সিং** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৭, ৪র্থতল, সামনের অংশে পরিমাণ কমবেশি৭৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম,১ ডাইনিং-তথা-লিভিং,১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি সংশ্লিষ্ট সকল ঘরের মেঝে মার্বেল দিয়ে তৈরি এবং অবিভাজিত সম্পত্তিরয় যথাযথ ভাগ অংশ জি-৩ তলা ভবনের ডেভেলপারের বন্টিত অংশ থেকে যা কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৬০, বোরাল মেন রোড,অ্যাসেসি নং৩১-১১১-০৫-০২৬০-০, উল্লেখ্য ডাক প্রেমিসেস বা পত্র আদানপ্রদানের ঠিকানা : ২৬০ বোরাল মেন রোড,গড়িয়া,কলকাতা - ৭০০০৮৪। দলিল নং ১-৬৪৬৯-২০১৮ সালের, অনুযায়ী **ত্রিশূল প্রতাপ সিং এর নামে সমুদয় সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বারহানস ফরতাবাদ মৌজার জমি, দক্ষিণে : ৩০ চওড়া বোরাল মেন রোড, পূর্বে : দাগ নং ৮৬৬ জমি, পশ্চিমে : দাগ নং ৮৬৬ জমি সমন্বিত।	ক. ২২,৪৩,০০০.০০ টাকা খ. ২,২৪,৩০০.০০ টাকা	২১,৪৬,৫৭২.০০ টাকা (একুশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশো বাহাত্তর টাকা) ০৭.০১.২০২৩ অনুযায়ী এবং অনাদায়ী পুঞ্জীভূত সুদ, চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট বকেয়া. যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭১১৫২০	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৬.১০.২০২৩

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১২.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সরকারি অনুমোদন ছাড়া মালদায় গজিয়ে উঠেছে বহু নেশামুক্তিকরণ কেন্দ্র, উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে নেশামুক্তিকরণ কেন্দ্র বলে অভিযোগ। প্রায় একশোটি বেসরকারি নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্র গজিয়ে উঠলেও মালদা জেলায় মাত্র পাঁচটি নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রের সরকারি অনুমোদন রয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। বাকি এত বিপুল পরিমাণ নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রগুলি কিভাবে চলছে, তা নিয়েও এখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জেলার পদস্থ স্বাস্থ্যকর্তাদের একাংশের বক্তব্য, বেআইনিভাবে চলা নেশামুক্তিকরণ কেন্দ্রগুলিতে পুলিশের অভিযান চালানো অত্যন্ত জরুরি।

মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, জেলাস্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী মালদায় মোট পাঁচটি নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্র অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু এর বাইরে কোথায় কিভাবে বেসরকারি নেশামুক্তি করণকেন্দ্র গুলি চলছে তা পুলিশ ও প্রশাসনের তদারকি করে দেখা দরকার।

উল্লেখ্য, গত ২১ অগস্ট ইংরেজবাজার থানার মিল্কি এলাকায় একটি নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তোলে মৃতের পরিবার। মৃত যুবকের নাম মহম্মদ ফিরোজ আখতার (৩৫)। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুর এলাকায়। এই ঘটনার পর ইংরেজবাজার থানায় ওই নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত ব্যক্তির পরিবার। কিন্তু তারপরেও কোনওরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এখনো মিল্কির ওই নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রটি রমরমিয়ে চলছে। অথচ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা সুদীপ্ত ভাদুড়ি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, মিল্কি এলাকার ওই নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রের কোনো সরকারি অনুমোদন নেই। সুতরাং এরকমইভাবে মালদার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আরও বেশ কিছু নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্র গুলির চলার ক্ষেত্রেও নানান অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের গাইডলাইন অনুযায়ী নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রে অনুমোদন পেতে গেলে সর্বপ্রথম ক্রিটিকাল স্টাবলিশমেন্ট লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। এছাড়াও আরো কিছু সরকারি নির্দেশ নামা রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে জমা দিতে হবে। যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রের পরিবেশ ও পরিকাঠামো ছাড়াও রয়েছে কোন চিকিৎসক ওইসব কেন্দ্রগুলোতে অসুস্থদের পরিষেবা দিয়ে থাকেন। ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কি ধরনের নির্দেশ মানা হচ্ছে। এরকমই আরো বেশ কিছু শর্ত রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা ব্লকের অসংখ্য নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্র গজিয়ে উঠেছে। এছাড়াও কালিয়াচক, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচলও সহ একাধিক এলাকাতেও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্র। সেখানেই মোটা টাকার বিনিময়ে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অথচ এই ধরনের নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রগুলির চলার ক্ষেত্রে সরকারি কোনও অনুমোদন না থাকারই অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে উঠতে শুরু করেছে।

মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, বেআইনিভাবে নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্র গুলি চলার অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে। এব্যাপারে পুলিশকে অভিযান চালানো উচিত। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরও খুব শীঘ্রই বেআইনি নেশা মুক্তিকরণ কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে।

প্রাক্তন বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গোরু পাচারের বিরোধ করায় প্রাক্তন বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল কুলটির বিজেপি বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে।

কুলটি থানার অন্তর্গত নিয়ামাতপুর ফাঁড়িতে রবিবার এই বিষয়ে এক অভিযোগ দায়ের করা হয়। যেখানে প্রাক্তন বিজেপি কর্মী বিভাস সিংয়ের দাবি, মেরি মাটি মেরা দেশ নামের এক সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বিজেপি কর্মীদেরও আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁকে বিশেষত আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিজেপির সিনিয়র নেতা তথা কিষান মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে বিজেপি বিধায়কের ছেলে কেশব পোদ্দার ও তাঁর অনুগামীরা হঠাৎই তাঁর ওপর চড়াও হয়ে পড়েন। ওই সময় তিনি তাঁর গাড়িতে চাপতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই পাশে পড়ে থাকা ডাণ্ডা দিয়ে তাঁকে মারা হয়। কেশব পোদ্দার নিজেও তাঁর ওপর হাত চালান বলে অভিযোগ।

আরও অভিযোগ, কেশব পোদ্দার ওই এলাকা থেকে সরে যাওয়ার আগে তাঁর অনুগামীদের বলে যান, 'আমি যাচ্ছি, তোরা বিষয়টা দেখে নিস।' এমনকি তাঁকে সিংকে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয়। এর পরেই বিভাস সিং নিজে নিয়ামাতপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে।

আরামবাগকে জেলা করার দাবি, জোরদার আন্দোলন

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি আরামবাগকে জেলা করতে হবে। এই দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সরব আরামবাগ জেলা পক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতারাও চাইছেন আরামবাগকে জেলার স্বীকৃতি দেওয়া হোক। বর্তমানে জেলা সদর দপ্তর চুঁচুড়া, যা বহু মানুষকে প্রায় ১৫০ কিমি অতিক্রম করে যেতে হয়। জেলার শেষ প্রান্তে একদিকে মেদিনীপুর লাগোয়া অন্যদিকে হাওড়া, এছাড়াও আরামবাগ হল ৫ টি জেলার সংযোগস্থল। আরামবাগের মধ্যে অবস্থিত একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান, অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটা। আরামবাগের ওপর দিয়েই যেতে হয়। বিদ্যাসাগর, সারদা মায়ের জন্মভূমি। আরামবাগে মেডিক্যাল কলেজ, রেলস্টেশন থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষেত্র আছে। আরামবাগ অর্থনৈতিক দিক থেকে একাধিক ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন ব্যাংক সহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আরামবাগে অবস্থিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে একাধিক জেলাকে ভেঙেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক গুরুত্বকে সামনে রেখে আরামবাগকে জেলা ঘোষণার দাবি তুলেছেন সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহল। ইতিমধ্যেই আরামবাগ জেলা পক্ষ ২ লক্ষ মানুষের সই সংগ্রহে নেমেছেন। অন্যদিকে আরামবাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী সহ শাসকদলের নেতৃত্বও বিষয়টি নিয়ে তদবির শুরু করেছেন। স্বপন নন্দী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সহ দলনেত্রীর টেবিলে আরামবাগ জেলা পক্ষের দাবি-সহ সমস্ত বিষয়টি গিয়ে পৌঁছেছে। ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, আরামবাগ জেলার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। অন্যদিকে, আরামবাগ জেলা পক্ষ সমস্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে সই সংগ্রহের পাশাপাশি লিফলেট বিলি ও স্ট্রিটকর্নার করছে। এই বিষয়ে আরামবাগ জেলা পক্ষের অন্যতম সদস্য সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, আমরা আরামবাগকে জেলা হিসাবে চাই। বহু কষ্ট করে আমাদের চুঁচুড়ায় যেতে হয়। অন্যদিকে জেলা পক্ষের অন্যতম সদস্য সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, আরামবাগকে জেলা ঘোষণা করা হলে কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

শতাধিক পুলিশের উপস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে স্থায়ী সমিতি গঠিত হল খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগ মহকুমার খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই প্রায় পাঁচ শতাধিক পুলিশের উপস্থিতিতে এদিন খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠিত হল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্থায়ী সমিতি গঠনে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য এই রকম কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিস্তরীয় ঘেরাটোপে রাখা হয় বিডিও অফিসকে। খানাকুল এক নম্বর বিডিও অফিস তথা পঞ্চায়েত সমিতি যাওয়ার রাস্তার প্রতিটি মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়ন করা হয়। জানা গিয়েছে, খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ৩৯টি আসনের মধ্যে ৩২টি আসন পায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং ৬টি বিজেপি ও একটি সিপিএম। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও বিরোধীদের কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বের করা হয়। একপ্রকার একতরফা ভাবেই স্থায়ী সমিতি গঠিত হয়। এই বিষয়ে খানাকুলের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা আলি হাসান বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই স্থায়ী সমিতি গঠিত হচ্ছে। এখানে বিরোধী বলে কিছু নেই। শান্তি শৃঙ্খলার মাধ্যমেই সবকিছু হচ্ছে। অপরদিকে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি নইমুল হক বলেন, পুলিশ দেওয়ার বিষয়টি প্রশাসনের ব্যাপার। স্থায়ী সমিতি গঠন হল। নয়টি পদে নির্বাচিত সদস্যদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিরোধীরাও উপস্থিত ছিলেন। সবমিলিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তি শৃঙ্খলার মাধ্যমে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠিত হয়।

মোবাইলে গেম খেলার সময় পিছন থেকে বিষধর সাপের ছোবল, মৃত্যু বালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মোবাইলে গেম খেলার সময় পিছন থেকে বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক বালকের। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ থানার দুলালী গ্রাম পঞ্চায়েতের কোটাবাড়ি এলাকায়। মৃত বছর ছয়ের সাইন সরদার। এদিন সকালে বাবার সঙ্গে এলাকার একটি দোকানে খাবার কিনতে যায়। সেই সময় বাবার মোবাইল ফোন নিয়ে একটি বেঞ্চের ওপর বসে গেম খেলছিল। সেই সময় পিছন দিক থেকে একটি বিষধর সাপ এসে ছোবল মারে হঠাৎই অচৈতন্য হয়ে পড়লে। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে যোগেশগঞ্জ ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তারপর শারীরিক অবনতি হলে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া নেমে পড়েছে কোটাবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বেশ কয়েকদিন ধরে একটি বিষধর সাপ এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। সেই সাপের ছোবলেই মৃত্যু হয়েছে ওই বালকের। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত সুকুমার রুইদাসকে সংবর্ধনা কাঁকসা তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: জেলার মধ্যে শিক্ষারত্ন পুরস্কার পেয়েছেন কাঁকসা বিরুডিহা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুকুমার রুইদাস। সোমবার কাঁকসা বিরুডিহা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দেন কাঁকসা অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা লাল্টু চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শিক্ষারত্ন পাওয়া শিক্ষক সুকুমার রুইদাস জেলায় শিক্ষকের মধ্যে নজির গড়েছেন।এই প্রথম কোনও সহকারী শিক্ষক এই ধরনের পুরস্কার পেয়েছেন। ব্যক্তি হিসেবে তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ। শিক্ষা দানের পাশাপাশি তিনি খেলাধুলোর প্রতিও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ দিতেন। তাঁরই কাছে শিক্ষা নিয়ে বহু ছাত্র ছাত্রী আজ নানান জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। পুরস্কার পাওয়ার মতো তিনি একজন যোগ্য মানুষ। তাঁকে কাঁকসা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর চলার পথের আগামী দিনগুলি যাতে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে সেই কামনা করা হয়।

শুশুনিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দুর্গাপুজো বাঙালির আবেগ, বাঙালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সদা বিরাজমান। বর্তমানে খুঁটিপুজো উপলক্ষে সূচনা হয় ঢাকে কাঠি পড়ার। উৎসব প্রিয় বাঙালির মন মা দুর্গার আবাহনে উল্লসিত হয়ে ওঠে। খুঁটিপুজো বর্তমানে বাঙালির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক রূপে পরিগণিত হয়। আজ ছাতনার শুশুনিয়াতে খুঁটিপুজোর মাধ্যমে শুশুনিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির ১৫তম বর্ষের পুজো প্রস্তুতির শুভারম্ভ অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। বিগত কয়েক বছর ধরেই এই পুজো কমিটি অভিনব থিম ভাবনার মধ্য দিয়ে জেলাবাসীকে সুস্থ সামাজিক বার্তা দিয়ে চলেছে।

২০১৯ সালের থিম গ্রাম্যজীবন, ২০২১ সালের থিম বৃদ্ধাশ্রম এবং ২০২২ সালের থিম মাতৃঋণ পুরো জেলাবাসীর নজর কাড়ে এবং এই তিন বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানে প্রথম স্থান অধিকার করে। এবছরের থিমেও চমক থাকবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তবে এ বছর মণ্ডপ সজ্জা ও থিমের রূপায়ণ পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়েই তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শুশুনিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির সভাপতি মিলন চৌধুরী। বাঁশ, মাটি, খড়, সুতলি, খবরের কাগজ এসব পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী দিয়েই মণ্ডপ সাজাতে চলেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। এবছর চতুর্থীর দিনে পুজোর উদ্বোধন ও দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপ খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুজো কমিটির এক উদ্যোক্তা।

পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ ও তুমুল বিক্ষোভ টিএমসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব, ইচ্ছাকৃত ভাবে পরীক্ষায় পড়ুয়াদের কম নম্বর দেওয়া, রিভিউ করতে বাধ্য করা সহ বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ভুরিভুরি অভিযোগ তুলে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও মিছিল করে বিক্ষোভ দেখায়।

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ফলাফল এখনও প্রকাশ করতে পারেনি বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়। এদিকে ১৫ সেপ্টেম্বর স্নাতকোত্তর স্তরের ফর্ম ফিলাপের শেষ দিন ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে বহু পড়ুয়াই স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, পড়ুয়ারা বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো পরীক্ষা দিলেও তাঁদের ইচ্ছাকৃত ভাবে কম নম্বর দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। পরে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে রিভিউ করা হলেও সঠিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্যর নেতৃত্বে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় এমন স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। দ্রুত এই অব্যাবস্থা বন্ধ না হলে আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূলের ওই ছাত্র সংগঠন।

দু'টি পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পৃথক দু'টি পথ দুর্ঘটনায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে মৃত্যু হল তিন জনের। দু'টি ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিন জন। আহতদের বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

জানা গিয়েছে, রবিবার পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক আনন্দ মোহন শো নিজের দশ বছরের ছেলেকে বাইকে চাপিয়ে গ্রামের বাড়ি বিষ্ণুপুর ব্লকের হেত্যাগড়া থেকে বিষ্ণুপুর শহরের শালবাগানের বাড়িতে ফিরছিলেন। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ফেরার সময় মড়ার এক নম্বর ক্যাম্পের কাছে একটি পিকআপ ভ্যান ওই শিক্ষকের বাইকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়েন দু'জনে। আহত দু'জনকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে সেখানেই চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় বাবা ও ছেলের।

অন্যদিকে, বিষ্ণুপুর থানার বামুনবাঁধ এলাকায় পৃথক একটি দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে এক আত্মীয়ার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে বিষ্ণুপুর শহর থেকে সমাপ্তি লাহা নামের এক মহিলা আরও দু'জনের সঙ্গে বাইকে চড়ে নিজেদের গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। বামুনবাঁধের কাছে একটি মারুতি ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর দু'টি বাইকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে ছিটকে পড়েন সমাপ্তি লাহা সহ চার জন। আহত অবস্থায় তাঁদের বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা সমাপ্তি লাহাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর আহত তিনজনকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দুর্গাপুর পুরসভার প্রশাসককে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সোমবার দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে দুর্গাপুর পুরসভার প্রশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হল। মূলত বেনাচিতি বাজারে অটো টোটোর দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছে, এছাড়াও ফুটপাতের দোকানগুলি এমন ভাবে দোকান লাগাচ্ছে, যাতে বেনাচিতির রাস্তা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, এইসব দাবিদাওয়া নিয়ে পুরো প্রশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হল। এছাড়াও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্টকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে বলে জানান দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্সের সদস্যরা।

খড়গপুরে এক দিবসীয় ফুটবল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: খড়গপুরের সংঘশ্রী ক্লাবের পরিচালনায় এক দিবসীয় দিবারাত্রি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল শহরের তালবাগিচা ময়দানে। টুর্নামেন্ট এবারে ২৪ তম বর্ষে পদার্পণ করল। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র পাল ও স্বর্গীয় মদনময়ী পালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ৩০ বছর আগে এই খেলার সূচনা হয়। বাংলা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার থেকে এ বছর ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন, সমাজসেবী তথা পশ্চিম মেদিনীপুর তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, তৃণমূল যুব প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ সিংহ সহ খড়গপুর পুরসভার প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক অভিনেত্রী জুন মালিয়া।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে তিনজনের দলকে গ্রেপ্তার করল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার পুলিশ। তিনজনের নাম শেখ জুয়েল, তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এলাকায়। অন্য জন প্রফুল্ল মণ্ডল, বাড়ি মেমারি থানা এলাকায় এবং তৃতীয় জন অরূপ ঘোষ, বাড়ি মেমারি থানা এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের সোমবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তিনজনের দল রবিবার গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত নবগ্রাম বাইপাস এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয় বলে দাবি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নবগ্রামের বাইপাস এলাকায় হানা দিয়ে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জামালপুর থানার পুলিশ। পুলিশের দাবি, বেশ কয়েকদিন আগে পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড় থানায় সোনার দোকানে ডাকাতি এবং শুট আউটের পর পুলিশ প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। যাতে এলাকায় দুষ্কৃতীমূলক কাজ আর না হয়।

স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সন্দেহে বাবাকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উদয়নারায়ণপুর: স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে সন্দেহে বাবাকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ। থানায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন ছেলে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর থানার বায়ড়া কুড়চি গ্রামে। মৃতের নাম ভূতনাথ ঘোড়ুই (৬২)। পুলিশ ছেলে বিনয় ঘোড়ুইকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিনয় তাঁর স্ত্রী ও বাবার মধ্যে কয়েক মাস ধরে আচরণের অসংগতি লক্ষ্য করেন। তিনি স্ত্রীকে বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রী ও তাঁর বাবা তাঁকে প্রমাণের কথা বলেছিলেন বলে দাবি। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে অশান্তি চলছিল। এমনকী বিনয় ঘরে সিসিটিভিও লাগিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।এই নিয়ে পারিবারিক অশান্তি রবিবার চরমে ওঠে। অভিযোগ রাগের বশে বাবার মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে ছেলে বিনয়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন বাবা ভূতনাথ।তাঁকে উদ্ধার করে উদয়নারায়ণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে এই ঘটনার পর নিজেই থানায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন ছেলে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুরসভায় চাকরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগে ধৃত চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: পুরসভায় চাকরি দেওয়ার নাম করে ফেসবুকে ভুয়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগে শ্রীরামপুরে গ্রেপ্তার চার যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সুজিত সিং, সৈকত মণ্ডল, সুমিত হালদার ও মৈনাক চট্টোপাধ্যায়। ধৃতদের মধ্যে একজন বালি ও দু'জন সিঙ্গুর ও একজন হরিপাল এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, শ্রীরামপুর পুরসভায় চাকরি দেওয়া হবে কয়েকদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে এমন একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। তাতে আগ্রহও দেখান বেশ কয়েকজন। পুরসভার একটি হল ভাড়া নিয়ে সেখানে নিয়োগ প্রার্থীদের ফর্ম ফিলাপও করানো হয়। সেখানে চাকরি প্রার্থীরা যান। তাঁদের প্রশিক্ষণ হবে বলে আশ্বাসও দেওয়া হয়। ফর্ম ফিলাপ ও প্রশিক্ষণবাবদ টাকাও নেওয়া হয়।

রবিবার এই খবর চাউর হতেই নড়েচড়ে বসে পুরসভা। পুরসভার পক্ষ থেকে সেই বিজ্ঞাপন-সহ থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। শ্রীরামপুর পুরসভার হলে এই কাজ চলার সময় চার যুবককে গ্রেপ্তার করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ধৃতদের সোমবার শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়।

চাকরি দেওয়ার কোনও বিজ্ঞাপন বা নোটিস পুরসভার তরফে দেওয়া হয়নি বলে জানান চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা। পুরসভার তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা মনে করছেন, ধৃতরা কোনও বড় প্রতারণা চক্রের সঙ্গেই জড়িত, যাঁরা চাকরি দেওয়ার নাম করে বাজার থেকে টাকা তোলেন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের নাম জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

২০ হাজার ছুঁয়ে সর্বকালের রেকর্ড করল নিফটি

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: জি-২০ সম্মেলনে শেষে আলোর গতিতে এগোচ্ছে শেয়ার বাজার। টানা সপ্তম দিন ঊর্ধ্বগতি বজায় রাখল সেনসেক্স। সপ্তাহের প্রথম দিন ৫২৮.১৭ পয়েন্ট লাভ করে ৬৭,১২৭.০৮ পয়েন্টে শেষ করল সেনসেক্স। অন্যদিকে, প্রথমবার ২০ হাজারের ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করল নিফটি।

বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে শীর্ষে থাকা ইউটিলিটির লাভের পরিমাণ ২.৪৩ শতাংশ। এর পর রয়েছে যথাক্রমে টেলিকম, পাওয়ার, অটো। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে এই তালিকায় রয়েছে সরকারি ব্যাংক, মেটাল, অটো। নিফটিতে সরকারি ব্যাংকের লাভের পরিমাণ ৩.১৩ শতাংশে পৌঁছেছে। সব মিলিয়ে ৫২৮.১৭ পয়েন্ট লাভ করে ৬৭,১২৭.০৮ পয়েন্টে শুক্রবার শেষ করল সেনসেক্স।

নিফটিতে লাভের তালিকায় রয়েছে আদানি পোর্ট, আদানি এন্টারপ্রাইজ, পাওয়ার গ্রিড, অ্যাপোলো হসপিটালস। নিফটি সর্বকালের ঊর্ধ্বসীমা ২০০০৮.১৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একদিনে লাভের পরিমান ১৮৮.২ পয়েন্ট কিংবা ০.৯৪ শতাংশ। উল্লেখ্য, সেনসেক্সে সর্বাধিক লাভ করেছে পাওয়ার গ্রিড, অ্যাক্সিস ব্যাংক, মারুতি সুজুকি, এইচসিএলটেক, স্টেট ব্যাংক। সদ্য সমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনের ছাপ পড়েছে শেয়ার বাজারে, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সদ্য সমাপ্ত শীর্ষ সম্মেলনে ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্য-ভারত বাণিজ্য করিডরে সহমত হয়েছে একাধিক দেশ। যা ভারতের দেড়শো কোটি জনতার বাজারকে প্রভাবিত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

চন্দ্রবাবু নায়ডুর গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে বন্‌ধ পালন

বিক্ষোভ-পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

অমরাবতী, ১১ সেপ্টেম্বর: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুকে জেল হেপাজতে পাঠানো নিয়ে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ল অন্ধ্রপ্রদেশের নানা এলাকায়। সোমবার রাজ্যজুড়ে বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল নায়ডুর দল তেলুগু দেশম পার্টি। সকাল থেকেই পথে নেমে গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ শুরু করেন দলের সদস্যরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে দলের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের জনজীবন এখনও স্বাভাবিকভাবেই চলছে।

রবিবারই ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার বন্ধ ডাকে টিডিপি। সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পথে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন টিডিপি সমর্থকরা। গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ-সমস্ত কিছুতেই জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সকাল থেকে বহু দলীয় কর্মী-সমর্থককে আটক করেছে পুলিশ। অশান্তি এড়াতে টিডিপির বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গৃহবন্দি করে রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন। অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিজি শঙ্খব্রত বাগচী বলেন, 'আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে পরিস্থিতি বিচার করেই স্থানীয় প্রশাসন বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে।' যদিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জেল যাত্রার খবর পেয়েই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অন্ধ্রপ্রদেশের পর্যটনমন্ত্রী রোজা।

সূত্রের খবর, সোমবার বিকেলে বিজয়ওয়াড়া পৌঁছবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জগন মোহন রেড্ডি। প্রসঙ্গত, বিজয়ওয়াড়ার আদালত থেকেই চন্দ্রবাবু নায়ডুকে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবুকে গ্রেপ্তার করে নান্দিয়াল পুলি। পূর্ব গোদাবরী জেলায় তাঁর ছেলে নারা লোকেশকেও আটক করে অন্ধ্র পুলিশ। ২০২১ সালে স্কিল ডেভেলপমেন্ট দুর্নীতির মামলায় চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। গ্রেপ্তারির পর শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত চলে জিজ্ঞাসাবাদ। রবিবার সকালে তাঁক বিজয়ওয়াড়ার দুর্নীতি বিরোধী আদালতে পেশ করা হয়। বিচারপতি তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতে থাকবেন নায়ড়ু।

প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেয়ে বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা

ওষুধ বিক্রিতে গাইডলাইন আনছে সুনাক প্রশাসন

লন্ডন, ১১ সেপ্টেম্বর: জ্বরের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করার প্রবণতা বাড়ছে। তাই ওষুধের বিক্রিতে লাগাম টানতে চাইছে ব্রিটিশ সরকার। আগামী আড়াই বছরের মধ্যে দেশের আত্মহত্যার সংখ্যা কমানোর পরিকল্পনা করেছে ঋষি সুনাকের প্রশাসন। সেই কারণেই ওষুধ বিক্রি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। কীভাবে দেশজুড়ে আত্মহত্যার ঘটনা বন্ধ করা যায়, সেই জন্য নতুন গাইডলাইনও প্রকাশ করতে চায় ব্রিটেনের সরকার।

২০১৮ সালে প্রকাশিত ব্রিটেনের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, জ্বরের ওষুধ অর্থাৎ প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেয়েই সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে একসঙ্গে বেশ কয়েকটি প্যারাসিটামল খেয়ে ফেলছেন সাধারণ মানুষ। তার জেরে লিভার বিকল হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন তাঁরা। প্রতি বছর অন্তত ৫ হাজার মানুষ এইভাবে আত্মঘাতী হন বলেই দাবি করা হয় ওই সমীক্ষায়। এই সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতেই ওষুধের বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে ব্রিটিশ সরকার। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, প্যারাসিটামলের একটি পাতায় ১৬টি ওষুধ থাকে। ৫০০ মিলিগ্রাম ওষুধের এরকম দু'টি পাতা একসঙ্গে কিনতে পারেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাতেও আত্মহত্যার ঘটনা কমছে না বলেই জানতে পেরেছে ব্রিটিশ প্রশাসন।

এহেন পরিস্থিতিতে আগামী আড়াই বছরের মধ্যে দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর কর্মসূচি নিয়েছেন ব্রিটিশ মন্ত্রীরা। সেই জন্যই নতুন করে আত্মহত্যা রোখার কৌশল প্রকাশ করতে চাইছে সরকার। দশ বছরে এই প্রথমবার আত্মহত্যা রোখার জন্য নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করতে চাইছে প্রশাসন। সেই জন্যই চিকিৎসক মহলের মতামত জানতে চেয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সরকার প্যারাসিটামলের বিক্রি আরও কমিয়ে আত্মহত্যার ঘটনায় রাশ টানতে চাইছে। চিকিৎসকদের মতামত জানার পরেই ব্রিটেনে প্যারাসিটামল কেনায় কড়াকড়ি শুরু হতে পারে।

সংঘ-বিতর্কে রাহুলকে নিশানা বিজেপির, পাল্টা জবাব কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে রাহুল গান্ধির 'হিন্দুত্ব'-মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানাল বিজেপি। দলের সাংসদ তেজস্বী সূর্য এক্স হ্যান্ডলে ধারাবাহিক পোস্টে নিশানা করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতিকে। তার জবাব এসেছে কংগ্রেস শিবির থেকেও।

বেঙ্গালুরুর বিজেপি সাংসদ লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধি যে বই উল্লেখ করে হিন্দুধর্ম চর্চা করার কথা বলেছেন, তা থেকেই বোঝা যায় আমাদের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কতটা অগভীর। ভারত যখন জি২০-তে বিশ্বকে ঐক্যের পথ দেখাচ্ছে, তিনি তখন ইউরোপে হাতে গোণা কয়েক জনের সামনে কান্নাকাটি করছেন। গত এক দশকে দেশ তাঁর রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।' সোমবার বিজেপির তরফে অভিযোগ তোলা হয়, নয়াদিল্লিতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন রাহুল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিদেশ থেকে ওই মন্তব্য করেছেন। দেশের ভাবমূর্তি খাটো করতে চাইছেন।

ইউরোপ সফরে গিয়ে রবিবার প্যারিসের সায়েন্সেস পিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় রাহুল বলেন, 'আমি গীতা পড়েছি। উপনিষদ পড়েছি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়েছি।

জীবাশ্ম জ্বালানিতে সরকারি ভর্তুকি বন্ধ করার দাবিতে প্রতিবাদ

আমস্টারডাম, ১১ সেপ্টেম্বর: পরিবেশ কর্মীদের বিক্ষোভে উত্তাল নেদারল্যান্ডস। পরিস্থিতি সামাল দিতে জলকামান ব্যবহার করতে হয়েছে পুলিশকে। কিন্তু তাতেও তেমন কাজ হয়নি। গোটা দেশে অন্তত ২৪ হাজার পরিবেশকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

জীবাশ্ম জ্বালানিতে সরকারি ভর্তুকি বন্ধ করতে হবে এই দাবিতে গত শনিবার নেদারল্যান্ডসের পথে নেমেছিলেন কয়েক হাজার পরিবেশকর্মী। মূল প্রতিবাদ মিছিলটি হয় দ্য হেগ শহরের এ১২ জাতীয় সড়কে। প্রশাসনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ওই মিছিলে ১০ হাজারের বেশি আন্দোলনকারী অংশ নিয়েছিলেন। পরে ওই রাস্তা অবরোধ করেন তাঁরা। যার জেরে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যান চলাচল। বিক্ষোভকারীদের হটাতে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ।

এ,১২ জাতীয় সড়কে বিক্ষোভে অল্পবয়সিদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিবাদেও ছিল একেবারে ভিন্ন ধরনের। প্ল্যাকার্ড-পোস্টারের পাশাপাশি, অনেকেই নিয়ে এসেছিলেন বিশাল আকারের গ্লোব। তাতে জলবায়ু সংখ্যা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো। একই সঙ্গে, পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে

আটক ২৪ হাজার পরিবেশকর্মী

পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান লেখা ছিল। পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গোটা দেশ থেকে ২৪ হাজার পরিবেশকর্মীকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে তরুণ-তরুণীদের ধস্তাধস্তি ও জলকামানে কেউ আহত হননি। বিক্ষোভকারীরা ঘোষণা করেছেন, তেল ও গ্যাস শিল্পে সরকার জনগণের টাকা থেকে ভর্তুকি দিচ্ছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Selection of consultant for Preparation of DPR including Investigation, Surveying, Soil Testing, Planning, Designing,Vetting and Submission to approving authority for Construction of Fish Market (G+4) at Ward No.15 of Baranagar Municipality to be considered under the project of Fisheries Department", **NIeQ No: WBMAD/BM/PWD/NIQ- 70 (eP)/2023-24 Dated-08.09.2023,** Tender **ID No. 2023_MAD_ 565649_1.** Bid submission of end date (Online) is **25.09.2023 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit www.baranagarmunicipality.org

Sd/- Chairman

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-17/23-24 GWM (SBMG-II FUND 2023-24) Memo No. 345/DEY/2023-24. Date 08/09/2023. Last date of submission BID 15/09/2023 at 5.00 P.M. Technical Bid opening 18/09/2023 at 12.00 Noon. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

e-TENDER NOTICE
Office of the Block Development Officer
Sagrai, Purba Bardhaman
e-NIT No. BWN/BDO/ KHANDAGHOSH/ NIeT-02/2023-24 Dt. 11/09/2023
Tender Id: 2023_DMB_566079_1 to 5
Bid submission start Dt. & Time (online): **11/09/2023 from 01:00pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **26/09/2023 upto 05: 00pm**
For viewing Tender: www.wbtenders.gov.in
Block Development Officer
Khandaghosh Bockment Block

OFFICE OF THE COUNCILORS OF DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
P.O: DIAMOND HARBOUR, DIST: SOUTH 24-PARGANAS
Memo No.: K-12(eTender)/ A-475/(11)/D.H.M.Date: 11.09.2023
NI(e)T– WBMAD/ULB/DH/ WTP/05/321(e)/23-24)
The last date and time for Bid Submission of O&M of WTP within Diamond Harbour Municipal area (Tender Id mentioned in Corrigendum Notice) under above mentioned NITs are extended up to **18.09.2023 at 5:30 P.M.** The details can be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

মোদির বাসভবনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি মার্কিন সাংবাদিকদের, বিস্ফোরক বাইডেন

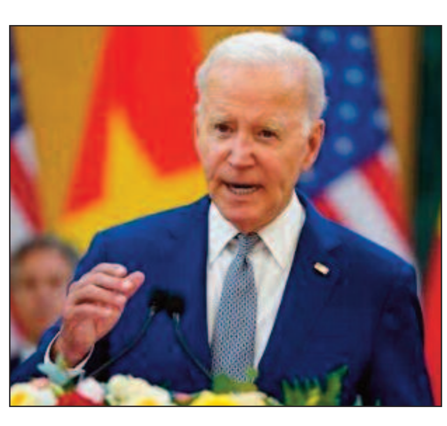

ওয়াশিংটন, ১১ সেপ্টেম্বর: সবে শেষ হয়েছে জি-২০ সম্মেলেন। আর নয়াদিল্লি থেকে জি-২০ সম্মেলন সেরে ভিয়েতনামের মাটিতে পা রেখেই বিস্ফোরক দাবি করলেন জো বাইডেন। জি-২০ সম্মেলনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আবেদন জানানো সত্ত্বেও সেই বৈঠকের সাংবাদিক সম্মেলনের অনুমতি দেওয়া হয়নি দিল্লির তরফে, এমনটাই দাবি করা হয়েছিল মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে। দেশের ভিতরেও এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশও। এবার ভিয়েতনামে বসে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করে বাইডেন জানালেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, নাগরিক সমাজের গুরুত্বের প্রসঙ্গে তুলেছিলেন তিনি। এ নিয়ে বেশ খানিকটা কথাও হয় তাঁদের।

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বাইডেন বলেন, আমি সবসময় মানবাধিকার রক্ষা, নাগরিক সমাজের ভূমিকা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছি। ভারতেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার মোদির ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে নৈশ্যভোজে যোগ দেন বাইডেন। সেখানে বৈঠকে বসেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু সেখানে ব্রাত্য ছিলেন সাংবাদিকরা। অভিযোগ, মোদির বাসভবনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানায়, আমেরিকার সাংবাদিকদের ওই সময় বাস থেকে নাকি নামতেই দেওয়া হয়নি। এরপরই কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ কটাক্ষ করেন, হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধিদল বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর দুই শীর্ষনেতার সাংবাদিক বৈঠকের অনুমতি দেওয়া হয়নি দিল্লির তরফে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভিয়েতনাম যাচ্ছেন, সেখানেই এই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এটাই হল মোদির গণতান্ত্রিক স্টাইল!

এ প্রসঙ্গে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সালিভান জানিয়েছিলেন, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী মোদির বাসভবনে বৈঠক। সেক্ষেত্রে এটাকে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বলা যায় না। বরং নিজের বাড়িতে কয়েক জন রাষ্ট্রনেতাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি। তাঁর নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন তিনি বজায় রেখেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের হ্যানয়ের বক্তব্যে উঠে আসে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের মজবুত সম্পর্কের কথা। বাইডেনের মতে, দু'দেশের এই সম্পর্কের ভীত মহাত্মা গান্ধির আদর্শেই দৃঢ় হয়েছে। গান্ধিজি যে বিশ্বাসের পথ দেখিয়েছেন সেই বিশ্বাসের জোরেই ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি একযোগে কাজ করবে।

একইসঙ্গে তিনি বলেন, আরও একবার প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তাঁর নেতৃত্ব ও সফল জি-২০ সম্মেলন আয়োজন করায় ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর গত জুনে হোয়াইট হাউস সফরের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে কী করে আমরা ভারত-মার্কিন সম্পর্ক জোরদার করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারি, সে ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হয়েছে আমাদের।

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 13/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 3 nos Civil works. Bid Submission start- **09/09/2023**, Ends- **23/09/2023**
For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 11/EO/2023-24 & NIeT No.- 12/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 10 nos & 9 nos Civil works. Bid Submission start- **08/09/2023**, Ends- **22/09/2023 & 08/09/2023, Ends- 20/09/2023**
For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ এসটি-ওটি-আইপি_এক্সচেঞ্জ _এআরওয়াইএ-২৩, তারিখ ঃ ০৯.০৯.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিএসটিই (কো), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ১১.০০টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেটি **বেলা ১১.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** (১) সাম্প্রতিকতম আইপি বেসড এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ৬টি (বিএলএস, কেজিপি ওপিটিজি আই/সি, পিকেইউ, এইচএলজেড, কেআইজি, এনকেজি) ওল্ড এআরওয়াইএ- ১০০০ ইপিবিএএক্স-এর বদল সম্পর্কিত আইপি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। (২) এসটিটিসি (এমডিজেডটিআই)/ কেজিপি-তে আইপি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৬৭,০০,৪৩৪.৩০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৩৩,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ০৫.১০.২০২৩। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ০৫.১০.২০২৩ তারিখ বেলা ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন- এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-593)

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীকে খুন করে ৩৬ ঘণ্টা স্টোররুমে লুকিয়ে রাখল স্বামী!

নয়ডা, ১১ সেপ্টেম্বর: নিজের স্বামীর হাতেই খুন হলেন সুপ্রিম কোর্টের মহিলা আইনজীবী। ৬১ বছর বয়সী ওই আইনজীবীর নাম রেণু সিনহা। রবিবার উত্তর প্রদেশের নয়ডায় তাঁদের বাসভবনের শৌচালয় থেকেই পাওয়া গিয়েছিল ওই আইনজীবীর দেহ। খুনের পর প্রায় ৩৬ ঘণ্টা বাংলোর স্টোর রুমে আত্মগোপন করেছিলেন অভিযুক্ত স্বামী। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন তাঁর স্বামী নীতিননাথ সিনহা। তিনি ভারতীয় রাজস্ব বিভাগের প্রাক্তন আধিকারিক। সোমবার, তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রেণু সিনহার ভাইই প্রথম পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। রবিবার সকালে তিনি পুলিশকে জানান, দু'দিন ধরে তিনি রেণুকে ফোন করে যাচ্ছেন, কিন্তু, তিনি সাড়া দিচ্ছেন না। রেণুর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করার পরই, নয়ডায় সিনহা পরিবারের বাংলোতে হানা দিয়েছিল স্থানীয় পুলিশ। বাংলোটি ভিতর থেকে তালাবন্ধ ছিল। পুলিশ তালা ভেঙে বাংলোয় ঢুকেছিল। বাংলোর এক বাথরুম থেকে রেণুর রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশি জেরার মুখে নীতিননাথ সিনহা তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের বাংলোটি ৪ কোটি টাকায় বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তার জন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে অগ্রিম হিসেবে কিছু টাকাও নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, বাংলো বিক্রির বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর স্ত্রী রেণু। এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আগেও একাধিকবার বিবাদ হয়েছিল। এই বিবাদের জেরেই তিনি স্ত্রীকে হত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে ওই প্রাক্তন সরকারি কর্তা।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-৯৬ থেকে ৯৭-২৩-২৪ (ওপেন), তারিখ ০৭.০৯.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ১। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-৯৬-২৩-২৪। **কাজের নাম ঃ** এক্সইএন/বিআরএল/আসানসোলের অধীনে জি.সি. শাখায় কুলটি ও বরাকরের মধ্যে ব্রিজ নং ১১এ(রোড ওভারব্রিজ)-র রিবিল্ডিং এবং রিগার্ডারিং য়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,১৩, ১২,২৩২.০৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,০৬,৬০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং ২। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-৯৭-২৩-২৪। **কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশনে আর-২৬০ এটি ওয়েল্ডিং পোর্শন সরবরাহ ও সম্পাদনের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৬৩,০১, ১০৬.৯৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৩১,৫০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১০.২০২৩-এ বেলা ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।
(ASN-113/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office OF THE COUNCILLORS OF THE
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work:- Supply, delivery, erection, fitting & fixing of 06 nos. High Mast (12.5 mtr.) with LED food lights within Ghatal Municipality under MPLAD Fund, as mentioned in the **NIT No.: WBMAD/GHATAL/NIT-10e/2023-24, Date: 08.09.2023, Tender ID: 2023_MAD_567113_1.** Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 93 to 95/23-24 Dated. 11.09.2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil at Burdwan District. Tender document may be down-loaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **12-09-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **26-09-2023 before 6.00 pm** as per NIeT.
Dater: 11.09.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

পাক ব্যাটিংয়ের সময় নামল বৃষ্টি, খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা প্রেমাদাসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবার প্রেমাদাসায় পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের মাঝে নামল বৃষ্টি। ফলে খেলা থমকে গেল ১১ ওভারের মাথায়। এই ১১ ওভারে ভারতের ৩৫৬ রানের জবাবে ১১ ওভারে পাক ব্যাটসম্যানেরা তোলেন ৪৪ রান। এর মধ্যে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন ইমাম আর বাবর। ফলে সব মিলিয়ে চাপে পাকিস্তান।

রবিবার প্রেমাদাসায় যে ভিত গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন রোহিত আর শুভমন, এরপর সোমবার তার ওপর রানের এক ইমারত তৈরি করলেন বিরাট আর লোকেশ রাহুল। আকাশে মেঘ থাকলেও কলম্বোয় বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে এক ঝকঝকে সেঞ্চুরি এল রাহুলের ব্যাট থেকে। রবিবার ম্যাচের প্রথমার্ধে যখন ক্রিজে এসেছিলেন, সামান্য নড়বড় দেখাচ্ছিল।এরপ সোমবার যেন রাহুল ব্যাটিং শুরু করলেন একেবারে অঙ্ক কষে। নাসিম শাহকে সিঙ্গলসে খেলেছেন, লেগস্পিনার শাদাব খানকে আক্রমণ করেছেন, শাহিনকে খেলেছেন বল অনুযায়ী। এটাই দেখতে চেয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। যে বড় ম্যাচ বড় প্লেয়ারকে হারানো ফর্ম ফিরিয়ে দেয়।

বড় ম্যাচের চাপ সামলাতে পারেন কিনা, তা দেখে নেওয়া দরকার ছিল তাঁদের। রাহুল একশোয় ১০০ পেলেন। ১০০ বলে ১০০ করার পথে মেরেছেন ১০চার ও ২টো বিশাল ছয়।

ধীরে ধীরে নিজের ইনিংস সাজিয়েছেন রাহুল। হাফসেঞ্চুরি পর্যন্ত এক ছন্দে। পঞ্চাশ করার পর আর এক রূপ দেখিয়েছেন। এদিকে প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের বাইশ গজে বল থমকে আসে, আউট ফিল্ড স্লো। বৃষ্টিতে আরও মুশকিল বেড়েছিল। কিন্তু রাহুলকে থামানো যায়নি।

এদিকে সোমবার কেরিয়ারের ৪৭তম ওডিআই শতরান এল বিরাটের ব্যাটে। তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছলেন ৮৪ বলে। সঙ্গে আরও একটা মাইলফলক। এরপর কোহলির ৯৪ বলে ১২২ আর রাহুলের ১০৬ বলে ১১১ রানের সুবাদে ভারত ৫০ ওভারে পৌঁছে যায় ৩৫৬ তে।

এরপর ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। ৯ রানে ইমামকে ফেরান বুমরাহ। এরপর পাক শিবিরে ফের আঘাত হানেন হার্দিক। হার্দিকের ইনসুইং বুঝতে না পেরে ব্যক্তিগত ১০ রানের মাথায় বোল্ড হন বাবর।

বৃষ্টির চোখরাঙানিতে বদলে যেতে চলেছে এশিয়া কাপ ফাইনালের ভেনু

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে, কাম এগেইন অ্যানাদার ডে'খ ইংরেজি ভাষার এই জনপ্রিয় নার্সারি ছড়া কমবেশি সকলেরই জানা। এই ছড়া আওড়ানোর মতোই এখন অবস্থা হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেট প্রেমীদের। বৃষ্টির কারণে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস হয়েছিল। পাকিস্তানের ব্যাটিং হয়নি। সুপার ফোর পর্বে দুই দলের ম্যাচেও থাবা বসিয়েছে বৃষ্টি। এই ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রয়েছে। কিন্ত কলম্বোতে যা পরিস্থিতি, তাতে রিজার্ভ ডে-ও ভারত-পাক ম্যাচ সম্পূর্ণ করতে পারবে কিনা তা বলা কঠিন। তবে শুধু ভারত-পাক ম্যাচেই নয়, এ বারের এশিয়া কাপে একাধিক ম্যাচে বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে। সূত্রের খবর, এ বার তাই টুর্নামেন্টের ফাইনালের ভেনুই বদলে যেতে চলেছে। তা হলে কোথায় হবে চলতি এশিয়া কাপের ফাইনাল?

এ বারের এশিয়া কাপ যেন ভাসিয়েই দিল বৃষ্টি। এখনও সুপার ফোরের এখনও তিনটি ম্যাচ বাকি। তারপর হবে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল। কলম্বোর আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখে এ বার বদলে যেতে চলেছে ফাইনালের ভেনু। আগামী রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর রয়েছে এশিয়া কাপের ফাইনাল। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী যা হওয়ার কথা ছিল কলম্বোতে।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সূত্রের খবর, কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের জায়গায় এ বারের এশিয়া কাপের ফাইনাল হবে ক্যান্ডিতে। পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। কলম্বোতে প্রবল বৃষ্টির কারণে, ভারত-পাক সুপার ফোরের ম্যাচে বিরাট প্রভাব পড়েছে। ম্যাচ রিজার্ভ ডেতে গড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতেও বৃষ্টি নজর দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওই ভেনুতে টুর্নামেন্টের ফাইনাল করার ঝুঁকি নিতে চাইছে না আয়োজকরা। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, একটি ওডিআই ম্যাচ হওয়ার জন্য দুই ইনিংসেই অন্তত ২০ ওভার হওয়া প্রয়োজন।

আপাতত, কলম্বোয় আটকে থাকা ভারত-পাক ম্যাচে বাবর আজমরা ২০ ওভার না খেলার সুযোগ পেলে গ্রুপ পর্বে যেমন হয়েছিল, সেই মতো দুই দল এক পয়েন্ট করে ভাগাভাগি করে নেবে। আগামিকাল আবার সুপার ফোরে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। এই ম্যাচেও বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। একের পর এক ম্যাচে বৃষ্টির কারণে পয়েন্ট ভাগাভাগি হলে ভারতের চাপ বাড়বে।

ডেভিস কাপ থেকে অবসর নিতে চলেছেন রোহন বোপান্না

নিউ ইয়র্ক: উইম্বলডনে চমকে দিয়ে সেমিফাইনালে উঠে পড়েছিলেন। বয়স যে স্রেফ সংখ্যা ইউএস ওপেনে প্রমাণ করেছেন দিন কয়েক আগেই। ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। কিন্তু ৪৩ বছর বয়সেও যে ধারাবাহিক থাকা যায়, রোহন বোপান্না তার উজ্জ্বল উদাহরণ। টেনিস দুনিয়া তাঁর জাদুতে আচ্ছন্ন। তবু ভারতীয় থেকে গিয়েছেন একই রকম। ওপেন এরায় বোপান্নাকে দেখা যাবে আরও। কিন্তু ডেভিস কাপে আর খেলবেন না। ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর লখনউতে মরক্কোর বিরুদ্ধে ডেভিস কাপ টাই ভারতের। তাতেই শেষবার নামবেন বোপান্না। দেশের হয়ে শেষবার নামার আগে কী বলছেন তিনি?

২০০২ সালে প্রথমবার খেলেছিলেন ডেভিস কাপ। ২১ বছর পর থামতে চলেছেন। ডেভিস কাপে পঞ্চাশতম ম্যাচ খেলবেন বোপান্না। হাফসেঞ্চুরি ম্যাচের পরই অবসর নিয়ে নেবেন। সিঙ্গলসে জিতেছেন ১০টা ম্যাচ। হেরেছেন ১৭টা। ডাবলসে জিতেছেন ১২টা ম্যাচ, হেরেছেন ১০টা। সব মিলিয়ে ২২-২৭ জয়-হারের খতিয়ান। টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোপান্না বলে দিলেন, 'ছেলেবেলা থেকে একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করব। বাবা-মা যখন টেনিসে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, একদিন নিশ্চয়ই দেশের হয়ে খেলব। ২০০২ সালে যখন আমি প্রথম বার ডেভিস কাপে সুযোগ পাওয়ার পর বাবা-মা ক্রুগে বিরাট পার্টি দিয়েছিল। ভারতীয় টিমে পা রাখার পর থেকে ডেভিস কাপে অদ্ভুত বন্ধুত্ব দেখেছিলাম। এখন সেটা আর নেই। ডেভিস কাপ এখন একটা ব্যক্তিগত টুর্নামেন্টে বদলে গিয়েছে।'

কেন এমন বলছেন বোপান্না? 'সেই পরিবেশ, বন্ধুত্ব আর নেই। সবাই শুধু নিজের ব্যাপারটাই দেখে। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, চিন্তিত। পুরনো ব্যাপারটা বেশ কয়েক বছর আর পাচ্ছি না। ওই ব্যাপারটা নেই বলে আমি ডেভিস কাপে থেমে যেতে চাইছি, তা নয়।' শেষ ডেভিস কাপ খেলার আগে বোপান্না নস্টালজিক হয়ে পড়ছেন। 'লখনঔতে শেষ ডেভিস কাপ খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। আমার পরিবার, বন্ধুরা হাজির থাকবে ওই সময়। সব মিলিয়ে ৭৫জন হাজির থাকবে। বেঙ্গালুরুতে হলে সংখ্যাটা ৪০০-৫০০ হত।'

১২ বছর জেল হল প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার লতিফের

করাচি: ডাচ রাজনীতিক গির্ট ওয়াইল্ডার্সকে খুন করার পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন। অনলাইন ভিডিয়ো পোস্ট করে ঘোষণা করেছিলেন যে খুন করতে পারবে ওয়াইল্ডার্সকে, তাকে ২১ হাজার ইউরো পুরস্কার দেবেন। ডাচ আদালতে এই জোড়া অভিযোগ নিয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। সেই মতো ১২ বছর জেল হল পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার খালিদ লতিফের। সোমবারই লতিফের বিরুদ্ধে রায়দান করল ডাচ আদালত। বছর তিনেক আগে এই অভিযোগ উঠেছিল লতিফের বিরুদ্ধে। ওয়াইল্ডার্স ইসলামবিরোধী মনোভাবাপন্ন। যে কারণে ৩৭ বছরের প্রাক্তন ক্রিকেটার লতিফ এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিচারপতি জি ভার্বিক শুনানির সময় বলেছেন, 'কেউ একজন ওয়াইল্ডার্সকে খুন করার জন্য লোকজনের মনোযোগ কাড়ছে, ব্যাপারটা এ ভাবে ভাবার নয়। অভিযুক্ত খুব ভালো করে জানে যে, তার এই আবেদন অনেককেই ওয়াইল্ডার্সকে খুন করার ব্যাপারে উৎসাহী করে তুলেছিল।'

নেদারল্যান্ডসের রাজনীতির অন্যতম মুখ ওয়াইল্ডার্স। শুধু তাই নয়, ইউরোপের রাজনীতিতেও অন্যন্ত পরিচিত মুখ। ৫৯ বছরের এই রাজনীতিক নানা সময় নানা বিতর্কে পড়েছেন। তাঁর ইসলাম বিরোধী মনোভাব যে কারণে চর্চার বিষয় থেকেছে দীর্ঘ সময় ধরে। তাঁর এই মনোভাব ওই দেশেও সমালোচনার মুখে পড়েছে নানা সময়। তাতেও নিজের মনোভাব পাল্টাননি। নেদারল্যান্ডসের মূল বিরোধী নেতা তিনি। যে কারণে ২০০৪ সাল থেকে তাঁকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের হয়ে খুব একটা উজ্জ্বল কেরিয়ার নয় লতিফের। ১৩টা টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু ২০১৭ সালে স্পট ফিক্সিংয়ের কারণে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাসিত হয়ে যান লতিফ। ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলেছেন। ৫টা ওয়ান ডে ম্যাচেও দেখা গিয়েছে লতিফকে। নেদারল্যান্ডসে খুনের অভিযোগ উঠলেও পাকিস্তান সরকার কিন্তু এ নিয়ে কোনও মন্তব্যই করেনি।

বুমরাকে বাবা হওয়ার উপহার দিলেন আফ্রিদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এর আগে বিরাট কোহলির ফর্মহীনতার সময় বাবর আজমের টুইট আলোচনায় এসেছিল। কোহলিকে শুভকামনা জানিয়েছিলেন পাকিস্তান অধিনায়ক। শাহিন শাহ আফ্রিদি যখন চোটে পড়ে বাইরে, তাঁর খোঁজখবর নিয়ে শুভকামনা জানাচ্ছেন কোহলি;এমন ভিডিও-ও আলোচিত হয়েছিল বেশ। সর্বশেষ ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সম্প্রীতিতে নতুন অধ্যায় যোগ করলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। সদ্য পিতা হওয়া যশপ্রীত বুমরাকে উপহার দিয়েছেন পাকিস্তান পেসার।

গতকাল কলম্বোতে সুপার ফোরের ম্যাচের প্রথম দিন বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ার পর বুমরাকে এ উপহার দেন আফ্রিদি। পিসিবির পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, কদিন আগে বাবা হওয়া বুমরাকে উপহারের একটি বক্স তুলে দিচ্ছেন আফ্রিদি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'ভাই, অনেক অনেক অভিনন্দন। আল্লাহ বাচ্চাকে সব সময় খুশি রাখুন। নতুন বুমরা হয়ে উঠুক সে। শুভকামনা।' আফ্রিদির এমন উপহার পেয়ে বুমরা যে দারুণ খুশি, সেটি তাঁর চোখেমুখেই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। বেশ কয়েকবার আফ্রিদিকে ধন্যবাদ জানান তিনি। চোট কাটিয়ে সম্প্রতি মাঠে ফেরা বুমরা এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি মিস করেন সন্তানের জন্মের কারণে। স্ত্রী সঞ্জনা গণেশানের পাশে থাকবেন বলে দেশে ফিরে যান তিনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই অবশ্য দলের সঙ্গে যোগ দেন আবার। পিসিবির ওই ভিডিও শেয়ার করে পরে টুইটারে আফ্রিদি লেখেন, 'ভালোবাসা ও শান্তি। যশপ্রীত বুমরা, তোমাকে ও তোমার পরিবারকে অভিনন্দন। পুরো পরিবারের জন্য দোয়া। আমরা মাঠে লড়াই করি। কিন্তু মাঠের বাইরে আমরা সাধারণ মানুষই।' সে পোস্টের নিচে বুমরা লেখেন, 'দারুণ ব্যবহার। এমন ভালোবাসা পেয়ে আমি ও আমার পরিবার আবেগাপ্লুত। শাহিন শাহ আফ্রিদি, সব সময়ের জন্য শুভকামনা।' দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হয় না বলে দুই দলের এখন দেখা হয় এশিয়া কাপ বা আইসিসি টুর্নামেন্টেই। সেখানে দুই দলের ক্রিকেটারদের সম্প্রীতিও উঠে আসে বরাবর। এবারও গ্রুপ পর্বের ম্যাচের বিরতিতে কোহলি ও পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সময় কাটাতে দেখা গেছে।

মরক্কোর ভূমিকম্পে সর্বহারাদের পাশে রোনাল্ডো, ত্রাণ শিবির হয়ে উঠল বিলাসবহুল হোটেল

নিজস্ব প্রতিনিধি: মরক্কোর ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা দু'হাজার ছাপিয়ে গিয়েছে। ঘরছাড়া হাজারো মানুষ। ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে বহু বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, স্থাপত্য। রাতারাতি শ্মশানে পরিণত হয়েছে শহর থেকে গ্রাম। এমন পরিস্থিতিতে সর্বহারাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মারাকেশ শহরে নিজের বিলাসবহুল হোটেল রয়েছে রোনাল্ডোর। গৃহহীনদের থাকার জন্য সেই পেস্তানা সিআর সেভেন হোটেলের দরজাই খুলে দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আফ্রিকার এই দেশটিতে রোনাল্ডোর মালিকানাধীন হোটেলটিই এখন হয়ে উঠেছে বাস্তুহারাদের আশ্রয়স্থল। হোটেলটিতে সুইমিং পুল, ফিটনেস সেন্টার, রেস্তরাঁর মতো সমস্ত সুবিধাই রয়েছে। মরক্কোর পাশাপাশি লিসবন, বার্সেলোনা, মাদ্রিদ ও নিউ ইয়র্কেও এই হোটেলের শাখা রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে ভিআইপিরাই সাধারণত এই হোটেলে এসে ওঠেন। কিন্তু মহানুভব রোনাল্ডো আপাতত এর দরজা খুলে দিয়েছেন ভূমিকম্পে ঘরছাড়াদের জন্য। যদিও হোটেলের ম্যানেজারের গলায় খানিকটা উলটো সুর। এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ওই হোটেল ম্যানেজারের দাবি, এখবর ঠিক যে মরক্কোর ভূমিকম্পে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে হোটেলটি সাধারণের জন্য খুলে দিয়েছেন সিআর সেভেন। তবে হোটেলের তরফে তাঁদের সবধরনের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না।

তবে এই প্রথমবার নয়, এর আগেও সাধারণের দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রোনাল্ডো। তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়ংকর ভূমিকম্পের সময়ও আহতদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা করেছিলেন আল নাসিরের তারকা স্ট্রাইকার।

চোট পাওয়া কেন উইলিয়ামসনই অধিনায়ক, কাপ যুদ্ধের দলে বড় চমক দিল নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েক মাস আগে পর্যন্ত সবাই ধরেই নিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে বিশ্বকাপ খেলা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই কেন উইলিয়ামসনকে অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত করে বিশ্বকাপের আগে গোটা দুনিয়াকে চমকে দিল নিউজিল্যান্ড। একইসঙ্গে পেস বোলিং বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার জন্য টিম সাউদি-কেও দলে ফেরানো হয়েছে।

দুই তারকা ক্রিকেটার চোটের জন্য ভুগছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। তবে কেন উইলিয়ামসন ও টিম সাউদির সুস্থ হয়ে ওঠার খবর আগেই মিলেছিল। এছাড়া দলে মার্ক চাপম্যান এবং রচিন রবীন্দ্রকেও দলে রাখা হয়েছে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই অর্থাৎ ৫ অক্টোবর মুখোমুখি হবে গতবারের দুই ফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড।

তবে কিউয়ি বাহিনী কবে নাগাদ ভারতে আসছে সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। যদিও দল গঠন নিয়ে বেশ আশাবাদী নিউজিল্যান্ড দলের কোচ গ্রে স্টিড। তিনি জানিয়েছেন, তযে কোনও টুর্নামেন্টই আমাদের কাছে সমান গুরুত্বের। বিশেষ করে সেটা যদি বিশ্বকাপ হয়, তাহলে এর চেয়ে স্পেশাল আর কিছু হতে পারে না। যে ১৫ জন বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই আমি অভিনন্দন জানাতে চাই। সেই সঙ্গে আমি বলব, তোমাদের কাছে এটা বেশ সম্মানের। কারণ তোমরা দেশের হয়ে বিশ্বকাপে প্রতিনিধিত্ব করছ।দ কীভাবে চোট সারিয়ে ফিরলেন কেন উইলিয়ামসন ও টিম সাউদি? কিউয়ি কোচের দাবি, তওরা আমাদের দলে লেজেন্ড। দু'জন চতুর্থবারের জন্য বিশ্বকাপ খেলতে নামছে। আমি কোচ হওয়ার পর এই প্রথমবার তাদের বিশ্বকাপ দলে নিলাম। এটা আমার কাছেও খুবই গর্বের এক মুহূর্ত। এই দল গঠনের জন্য আমাকে বেশ কিছুটা কঠিন সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে।দ

নিউজিল্যান্ডের ১৫ জনের দল

কেন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), ট্রেন্ট বোল্ট, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, টম ল্যাথাম (সহ অধিনায়ক/উইকেটকিপার), ড্যারিল মিচেল, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, টিম সাউদি এবং উইল ইয়ং।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেও দর্শক নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত-পাকিস্তানের খেলা হচ্ছে, কিন্তু গ্যালারি ফাঁকা। এমন দৃশ্য শেষ কবে দেখেছেন? সেটাও উপমহাদেশের মাটিতে। এবারের এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এর মধ্যেই দুবার মুখোমুখি হয়েছে।

কিন্তু শ্রীলঙ্কার পাল্লেকেলেতে লিগ পর্বের প্রথম ম্যাচের পর আজ কলম্বোতেও দুই দলের ম্যাচে গ্যালারি প্রায় ফাঁকা। কেন, সেই কারণ বলেছেন কিংবদন্তি শ্রীলঙ্কান স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন। আর সেটা বলতে গিয়েই মুরালি সমালোচনা করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি)।

মুরালিধরনের দাবি, অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করা শ্রীলঙ্কার জনগণের জন্য এশিয়া কাপের টিকিটের দাম স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। সে জন্য এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) দায় দিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মুরালি বলেছেন, 'এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক যেহেতু পাকিস্তান, টিকিটের দামও পিসিবিই নির্ধারণ করেছে। শ্রীলঙ্কা এখন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এশিয়া কাপের টিকিটের দাম এই অবস্থায় অনেক বেশিই মনে হচ্ছে।'

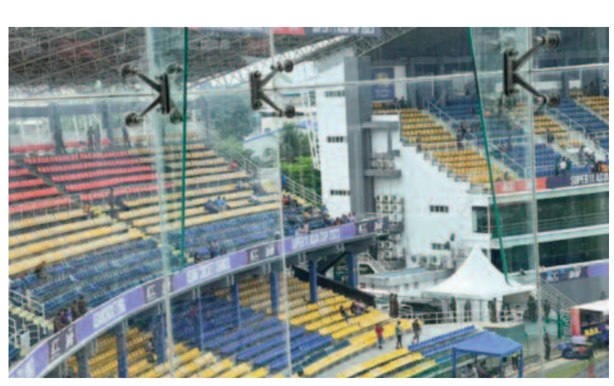

পিসিবি অবশ্য দর্শক-খরা দেখে ভারত-পাকিস্তানের সুপার ফোরের ম্যাচের আগে টিকিটের দাম কিছুটা কমিয়েছে। কিন্তু সেটা যে কাজে দেয়নি, তা,ও মনে করিয়ে দিয়েছেন মুরালি, 'তাঁরা দাম শেষ মুহূর্তে কমিয়েছে। কিন্তু এভাবে তো হয় না। শ্রীলঙ্কান রুপিতে টিকিটের দাম ছয় হাজার থেকে শুরু। আপনি যদি গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড থেকে খেলা দেখতে চান, তাহলে ৪০ থেকে ৫০ হাজার শ্রীলঙ্কান রুপি খরচ করতে হবে। এটা তো একজন লোকের মাসের বেতনের সমান। এত টাকা খরচ করে শ্রীলঙ্কায় কেউ খেলা দেখবে বলে আমার মনে হয় না।'

শুধু মুরালিধরন নন, অনেক সাবেক ক্রিকেটারও ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচে ফাঁকা গ্যালারি দেখে অবাক হয়েছেন। টুইটারে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ হাফিজ এ নিয়ে লিখেছেন, 'ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচকে ঘিরে দর্শকদের এমন অনাগ্রহ আগে কখনো দেখিনি।'

শুধু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নয়, ৯ সেপ্টেম্বর স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের ম্যাচেও গ্যালারি ছিল ফাঁকা। শ্রীলঙ্কা তাদের ঘরের মাঠে খেলছে, কিন্তু মাঠে দর্শক নেই। ভাবা যায়? মুরালিধরনেরও একই আক্ষেপ, 'শ্রীলঙ্কায় শ্রীলঙ্কার খেলা হলে মাঠ সব সময় ভরা থাকে। কিন্তু এবার দর্শক আসতে চাইলেও পারছে না; কারণ, টিকিটের দাম অনেক বেশি। শনিবার শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের খেলা হলো, শ্রীলঙ্কা ভালো করছে, তবু মাঠে দর্শক হয়নি।'

বৃষ্টিও মাঠে দর্শক না আসার আরেকটা কারণ হতে পারে। মুরালিধরন বলেছেন সেটাও, 'ভারত-পাকিস্তানের লিগ পর্বের ম্যাচটা বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়। হয়তো বৃষ্টির কারণে দর্শকেরাও ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না।'

চাকরি গেল জার্মান কোচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম পাওয়ার হাউস জার্মানি। চার চারবার বিশ্বকাপ ফুটবল জিতেছে জার্মান দল। সেই জার্মান দলের বর্তমান অবস্থা এই মুহূর্তে এতটাই খারাপ যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাপানের কাছে ৪-১ গোলে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে জার্মানিকে। আর তারপরেই চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছে দীর্ঘদিনের কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। যে জার্মান কোচ ৩ বছর আগেই বায়ার্ন মিউনিখকে ট্রেবলসহ সম্ভাব্য সমস্ত শিরোপা জিতিয়েছিলেন হ্যান্সি ফ্লিক। জোয়াকিম লো'র যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জার্মানি জাতীয় দলের কোচ হয়ে একের পর এক প্রত্যাশা পূরণ করেছেন তিনি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে জার্মান জাতীয় দলের পারফরম্যান্স একেবারেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। ফলে চাপ বাড়ছিল অনেকদিন ধরেই। তবে ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল যে এক নয়, সেটা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছেন হ্যান্সি ফ্লিক। ফ্লিকের অধীনে বায়ার্ন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলেও জাতীয় দলের চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদাই।

ফ্লিকের কোচিংয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে জার্মানি যেন ভালো পারফরম্যান্স করতেই ভুলে গিয়েছে। এরপরেই ঘরের মাঠে জাপানের বিপক্ষে ৪,১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হতে হয়েছে জার্মানিকে। তারপরেই নড়েচড়ে বসেছে জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফবি)।ফলে শেষ পর্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতেই হয়েছে তাদের। জাপানের কাছে হারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্লিককে বরখাস্ত করেছে ডিএফবি। এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তারা। প্রসঙ্গত ১৯২৬ সালে জার্মান জাতীয় দলের প্রধান কোচের পদ সৃষ্টি করা হয়। ৯৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার কোন কোচকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল ডিএফবি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**